বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>272 >>30 Ashar 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭২ >> << ৩০শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

জার্মানিতে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে অতি দক্ষিণপন্থিরা

বার্লিন ঃ সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেশের ২০ শতাংশ মানুষের ভোট পেয়েছে তারা। চিন্তিত জার্মান প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভালটার স্টাইনমাইয়ার জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক দলগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে তাদের। বোঝাতে হবে অতি দক্ষিণন্থি দলের উত্থানের খারাপ দিকগুলি। অতি দক্ষিণপন্থি দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) মানুষের সামনে যে সমস্যাগুলি তুলে ধরছে, অন্যদলগুলিকে তার সমাধান নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্টাইনমাইয়ার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এএফডি মানুষের কাছে কিছু সমস্যার কথা নিয়ে যাচ্ছে। তারা কোনো সমাধানসূত্র দিচ্ছে না। মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে তারা। আর সেই ভয় থেকেই নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এএফডি। এটাই অতি দক্ষিণপন্থীদের কৌশল। অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সমস্যা নয়, তার সমাধান নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে সকলকে। মানুষের মনের ভিতর থেকে ভয় দূর করতে হবে। জার্মানির একাধিক রাজ্যে স্থানীয় নির্বাচনের আগে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে এএফডির পক্ষে ২০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন।

বাজার দর

SENSEX : 66060.90 +502.01
NIFTY : 19564.50 +150.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .11 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নৌবহর পর্যালোচনা উৎসবে রুশ পারমাণবিক সাবমেরিনের অনুপস্থিতি জানিয়েছে ব্রিটিশ মন্ত্রক

লন্ডন ঃ ইউক্রেনে নিহত এএফপি সাংবাদিক আরমান সোল্ডিনকে ফ্রান্স মরণোত্তর দেশটির সর্বোচ্চ পুরস্কার লিজিয়ন অফ অনার প্রদান করেছে। শুক্রবার ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইউক্রেনের ওপর তাদের দৈনিক প্রতিবেদনে বলেছে, রাশিয়ার নর্দান ফ্লিটের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ৩০ জুলাই সেন্ট পিটার্সবার্গে নৌবাহিনী দিবসের নৌবহর পর্যালোচনায় অংশ নেবে না রাশিয়ার এমন সাম্প্রতিক ঘোষণা, সম্ভবত প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এবং প্রাপ্যতা উদ্বেগের কারণে দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে, রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও ৩৮ জন আহত হয়েছে। কিয়েভের সরকার বলেছে, রুশ বাহিনী বিমান হামলা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভারী কামান দিয়ে আংশিকভাবে দখলকৃত পূর্ব ডনেটস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি শহর এবং গ্রামকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইউক্রেন বলেছে, আংশিকভাবে রাশিয়ার দখলে থাকা জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে বুধবার ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ২১ জন আহত হয়েছে এবং রাশিয়ার গোলাগুলির পরে খেরসনে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, দমকলকর্মীরা একটি ১৬ তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ছড়িয়ে পড়া আগুন এবং আরেকটি অনাবাসিক ভবনে লাগা আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। ধ্বংসাবশেষ একটি ২৫ তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনেও ভেঙে পড়ে। সর্বসাম্প্রতিক আক্রমণটি ছিল টানা তৃতীয় রাতে যেখানে কিয়েভ আক্রমণে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যত্র, ইউক্রেন বলেছে, তাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন ঊর্ধ্বতন রুশ কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওলেগ সোকভ নিহত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ ইউক্রেনে কিয়েভের সাম্প্রতিক পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে মস্কোর বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

ন্যাটো সম্মেলনের পর ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা

জেনেভা ঃ লিথুয়ানিয়ায় ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন বুধবার শেষ হয়েছে। সেখানে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ইউক্রেনের কিয়েভে রাশিয়ার হামলায় একজন নিহত হয়েছেন।

কিয়েভ ও তার আশেপাশের এলাকায় রাশিয়ার ২০টি ড্রোন ধ্বংসের খবর দিয়েছে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী।

ন্যাটো ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন জানালেও ইউক্রেনকে কখন ন্যাটোর সদস্য করা হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো সময়সীমা ঘোষণা করেনি। কেবলমাত্র 'শর্ত পূরণ হলেই' ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদানের আহ্বান করা হবে বলে ন্যাটো জানিয়েছে।

এদিকে, শিল্পোন্নত সাত দেশের সংগঠন জি সেভেনের নেতৃবৃন্দ বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে রাশিয়াকে হারাতে যতদিন প্রয়োজন ততদিন ইউক্রেনকে সমর্থন করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ন্যাটোতে যোগদান বিষয়ে ন্যাটোর কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার ঘোষণা আশা করেছিলেন। তবে সেটি পূরণ না হলেও ন্যাটো ও জি সেভেন নেতারা ইউক্রেনকে সহায়তা করে যাওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাকে 'গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা জয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন জেলেনস্কি।

অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা ইউক্রেনীয়রা ন্যাটো সম্মেলনের ফল নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। তারা চেয়েছিলেন, এখনই ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করা হোক।

আগস্ট মাসে ইউক্রেনের পাইলটদের যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধবিমান এফ১৬ চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হবে বলে মঙ্গলবার জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। যদিও এখনও কোনো দেশ ইউক্রেনকে এফ১৬ দেয়ার অঙ্গীকার করেনি।

তবে বিষয়টি মস্কোকে ক্ষুব্ধ করেছে। তারা বলছে, ইউক্রেনকে এফ১৬ দেয়া হবে সেটিকে 'নিউক্লিয়ার' হুমকি হিসেবে দেখা হবে কারণ এই বিমান পরমাণু বোমা বহন করতে পারে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, ''এই বাহন যে পরমাণু অস্ত্র বহন করতে পারে সেই বিষয়টি রাশিয়া উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো ধরনের নিশ্চয়তাই এখানে সহায়ক হবে না।''

ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তির মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রে চীন কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীনবলছেন বিশেষজ্ঞরা

জেরুজালেম ঃ ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য চীনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এটি এমন একটি চিত্র তৈরি করতে পারে যে, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বেইজিং আশাবাদী হলেও এটি প্রায় এক দশক ধরে স্থগিত আলোচনাকে পুনরুত্থিত করতে পারে। মার্চ মাসে চীন সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যকার একটি শান্তিচুক্তির মধ্যস্থতা করে যা ২০১৬ সালে বিচ্ছিন্ন হওয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে। এখন বেইজিং ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপন করতে চাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এ ধরণের আলোচনা ২০১৪ সাল থেকে থমকে আছে। ২৭ জুন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, বেইজিং তাকে ওই মাসে সরকারি সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারিখ তখনো ঠিক হয়নি। বাইডেন প্রশাসনের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে ২০১৮ সালের হত্যাকাণ্ডের অনুমোদনের জন্য অভিযুক্ত করায় সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সৌদি আরব থেকে পালিয়ে আসা ভিন্নমতালম্বী সাংবাদিক জামাল খাসৌগজি ওয়াশিংটন পোস্টেরে প্রাবন্ধিক হিসেবে সৌদি সরকারের সমালোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। জুন মাসে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ যখন বেইজিংএ ছিলেন তখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আব্ববাসকে ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দেন। শি বলেছেন, তিনি দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান সমর্থন করেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতায় বেইজিংএর আগ্রহ তাদের তেল আমদানির প্রয়োজনীয়তার এবং তাদের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করার আগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। বেল এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত একটি বিশাল অবকাঠামো প্রকল্প।

বাইডেনের ইউরোপ সফর সম্পন্ন ঃ ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা

হেলসিংকিঃ নেটোর প্রতি সমর্থনের প্রতিধ্বণি তুলে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের পরিবর্তন মানে ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক জোটের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কের অনিশ্চয়তা ইউরোপের এই আশংকার অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউরোপের তিন দেশ সফর সম্পন্ন করেছেন। বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাউলি নিনিস্তোর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিন বলেন, আমি আপনাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। আমার নেটোর সঙ্গে যুক্ত থাকবো, যুক্ত থাকবো শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষেও । আমরা ট্রান্সঅ্যাটলান্টিকের অংশীদার।

বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে উভয় দলের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন 'এর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন , এ কথা সত্ত্বেও যে একটি দলের মধ্যে কিছু উগ্রবাদী লোকতো রয়েছেই।

মনে হয় তিনি কোন কোন রিপাবলিকানের বিচ্ছিন্নতা থাকার কথা বলছিলেন যারা বাাইডেনের পূর্বসূরি ডনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট নীতির অনুসারি। ট্রাম্প নেটোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ২০১৭ সালে এই জোটকে এখনকার উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেন।

বাইডেন বলেন, আমেরিকার জনগণ জানেন ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং নেটো গঠনের পর আমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে ইউরোপীয় ও ট্রান্সঅ্যাটল্যান্টিক অংশীদারদের অভিন্নতার উপরে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক ঐক্য সম্পর্কে বাইডেনের এই নিশ্চয়তা, গতবার যখন একজন আমেরিকান নেতা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বক্তব্য রেখেছিলেন তা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভিন্ন। লিথুয়েনিয়ার ভিলিনিয়াসে অনুষ্ঠিত দু দিন ব্যাপী নেটো শীর্ষ সম্মেলন থেকে এসে বাইডেন নিনিস্তোকে নিশ্চয়তা দেন যে নেটোর এই নবীন ও ৩১তম সদস্যের প্রতি এই জোটের প্রতিশ্রুতি লৌহ দৃঢ়।

বাইডেন বলেন নেটো সদস্যরা একতাবদ্ধ এবং রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করতে একতাবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন, ইউক্রেনকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রতি দিতে আমরা দেশটির নেটো সদস্যপদ চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না।তিনি একটি নতুন পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করেন যাতে এখন এবং যুদ্ধের পর কিয়েভের প্রয়োজন মেটানো যায়। সেই পরিকাঠামো বুধবার তুলে ধরে জি সেভেন যার মধ্যে রেয়েছ জাপানও। জি সেভেনের সদস্যদের মধ্যে জাপানই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে নেটোর সদস্য নয়।

এই পরিকাঠামোতে রয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে এই যুদ্ধ পর্যন্ত ইউক্রেনের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান এবং জোটের মান অনুযায়ী কিয়েভের সংস্কার সাধন। সংস্কার সাধন আর সংঘাতের অবসান হচ্ছে ইউক্রেনের নেটোতে যোগ দেয়ার শর্ত। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেন্সকি এই সব শর্ত মেনে নিয়েছেন।

বাইডেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্পর্কেওকঠোর বাস্তবতা তুলে ধরেন, বলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট , এই যুদ্ধে ইতোমধ্যেই হেরে গেছেন।

গুপ্তধন

বিশেষজ্ঞদের দাবি,জাহাজটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলো

জার্মানির ডুবন্ত জাহাজ থেকে ৪০০ বছর আগের গুপ্তধন উদ্ধার

বার্লিন ঃ জার্মানির লুবেক শহরের কাছে উদ্ধার হয়েছে ৪০০ বছরের পুরোনো একটি জাহাজ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উদ্ধারকৃত জাহাজ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাণিজ্য জাহাজটি থেকে উদ্ধারকৃত মূল্যবান সম্পদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৬শ' শতাব্দীর মানব সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

উদ্ধারের প্রায় ১৮ মাস পর সতেরশো শতাব্দীর এই বাণিজ্যিক জাহাজটিতে পাওয়া সম্পদ প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রদর্শন করেন। জার্মানির উত্তারঞ্চলে উদ্ধারকৃত জাহাজগুলোর মধ্যে এটিই প্রথম বাণিজ্যিক জাহাজ।

প্রকল্প প্রধান ফেলিক্স রয়েশ ৩ জুলাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান,আমরা আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু পেয়েছি এবং এসব জিনিসপত্র থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবো।

এই উদ্ধার অভিযানে পাওয়া গুপ্তধন পরিষ্কার করে নথিভুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এরমধ্যে চীনামাটির বাসন, কারচুপির অংশ, ১৮০টি কাঠের টুকরো রয়েছে।

এই জাহাজে সে সময়কার দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা এই অনুসন্ধানটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বাল্টিক সাগরে এর আগে বেশকিছু যুদ্ধ জাহাজ পাওয়া গেলেও এটিই প্রথম বাণিজ্য জাহাজ যা সে সময়কার বেসামরিক জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়। পোর্সেলিনের টুকরো গুলিতে পাওয়া প্রাণীর হাড় থেকে ধারণা পাওয়া যায় বোর্ডে কী খাওয়া হয়েছিল।

জাহাজ থেকে পাওয়া জিনিসগুলো এখন থ্রিডি স্ক্যান করার জন্য লুবেক শহরের একটি সংরক্ষণাগারে নিয়ে যাওয়া হবে।

২০২১ সালের নভেম্বরে জাহাজটিকে প্রথম জার্মানির উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বন্দর নগরী লুবেক এর কাছে ট্রেভ নদীতে খুঁজে পাওয়া যায়। নদীর পানি পরিমাপের কাজের সময় পানি থেকে এগারো মিটার গভীরে ২৫ মিটার লম্বা এবং ৬ মিটার চওড়া জাহাজটির সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের দাবি,জাহাজটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলো, কিন্তুপৌঁছাতে পারেনি। কাঠের টুকরোগুলিতে থাকা গভীর কালো দাগ থেকে বুঝা যায়, জাহাজটিতে অনেক বড় ধরণের অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পিছনে এই অগ্নিকাণ্ড দায়ী।

ডিএভি পাবলিক স্কুলে আন্তঃহাউস নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। শনিবার ডিএভি পাবলিক স্কুল কোডারমায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অধীনে একটি আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় চারটি সদনের ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য ও দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন করে। লোকনৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প সংস্কৃতি উপস্থাপন ও দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন করে দর্শক ও বিচারকদের দেশপ্রেমের রঙে সিক্ত করে। লোকনৃত্যের ফলাফল ছিল এরকম, রাজা রামমোহন রায়ের অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশিত গুজরাটি নৃত্য প্রথম স্থান, দয়ানন্দ সদনের লাবণী দ্বিতীয় এবং রামকৃষ্ণ সদনের রাজস্থানী নৃত্য তৃতীয়। দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতায় রামকৃষ্ণ হাউস প্রথম, দয়ানন্দ হাউস দ্বিতীয় এবং বিবেকানন্দ হাউস তৃতীয় হয়। মঞ্চ পরিচালনা করেন অষ্টম শ্রেণির মাধিকা শ্রী ও সিমরন কুমারী। নৃত্য প্রতিযোগিতার বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন ঝুমরিতিলাইয়া শহরের বিখ্যাত নৃত্য একাডেমি ডিডিসি এর প্রশিক্ষক সাহিল সোনি, বন্দনা চক্রবর্তী এবং স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক অলোক চক্রবর্তী। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার সিংহ সকল সদনের পরিবেশিত নৃত্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিশুদের মধ্যে সৃজনশীল শিল্পের বিকাশ ঘটায়। প্রতিযোগিতা সফল করতে সিসিএ ইনচার্জ শ্বেতা সিং, মাহজাবীন পারভীন, অনুরাধা নিষাদ এবং বিভিন্ন হাউসের শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরো এক, তোলা হলো আদালতে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির চম্পাসারী এলাকায় ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় তদন্তে নেমে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ মুরাদ আনসারি। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।প্রসঙ্গত গত জুন মাসের ২৪ তারিখে সকালে শিলিগুড়ির চম্পাসারী এলাকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাওয়ার সময় চম্পাসারী মোড় এলাকা থেকে অপহরণ হয় লেবু ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এবার আরো একজনকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ ও স্কুক্স। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার মহম্মদ মুরাদ আনসারিকে বোলপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এরপর রাতেই তাকে শিলিগুড়িতে প্রধাননগর থানায় আনা হয়। বুধবার তাকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রে আরো বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট গ্রেপ্তার ৫ জন।

কংগ্রেস প্রার্থীর অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুটো তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ দিনহাটায় বোমা ফেটে ৪ জন জখমের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই এবার তাজা বোমা উদ্ধার মাথাভাঙ্গায়। নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস প্রার্থীর অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুটো তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো এলাকায়। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের হাজরাহাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৭ নং বুথের পূর্ব খাটের বাড়ি এলাকার।তাজা বোমা দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। কংগ্রেস এর অভিযোগ রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এই বোম রেখেছে।

তুফানগঞ্জে বিজেপির নির্বাচনী অস্থায়ী ক্যাম্প ভাঙচুর!

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জে বিজেপির নির্বাচনী অস্থায়ী ক্যাম্প ভাঙচুর ও দলীয় পতাকা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২০৫ নং বুথের ঘটনা। এ বিষয়ে নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২০৫ নং বুথের বিজেপি পঞ্চায়েত প্রার্থী সৌমিতা মৈত্র বলেন গতকাল সন্ধ্যায় এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি পথসভা করা হয়। যখন তারা দেখলো তাদের পথসভায় স্থানীয় লোকজন নেই,সেই রাগেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বিজেপির পোস্টার ব্যানার ছেড়ার পাশাপাশি নির্বাচনী অস্থায়ী ক্যাম্প ভাঙচুর করে।

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এমনকি বোমাবাজি করারও অভিযোগ উঠে নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে।।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের বসাক পাড়া এলাকায়।জানা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাখি বসাক রায়ের স্বামী স্বপন বসাক নির্বাচনী ভোট প্রচারে বসাক পাড়ায় যান। তখন আচমকা নির্দল প্রার্থীর সমর্থকেরা লাঠিসোটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধরের বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামী সহ ৪ জন জখম হয়। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। এরপর একজনের অবস্থা আশংকা জনক থাকায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নিয়ে গান বেঁধেছেন ধূপগুড়ির নারায়ণ বাউল

জলপাইগুড়ি ঃ পেশায় তিনি একজন বাউল। প্রায় তিন দশক ধরে এই একই পেশায় রয়েছেন তিনি।নাম নারায়ণ বাউল। সেই ছোটো বেলা থেকেই আপন খেয়ালে মেতে থাকেন নিজের সৃষ্টি নিয়ে।তবে বর্তমান সময় যেন বড়ই যন্ত্রণা দেয় এই মন ভোলা মানুষটির অন্তর্নিহিত স্বাধীন সত্তাকে।হয়তো সেই যন্ত্রনার কান্না বেরিয়ে আসে দোতারার শুকনো পেট থেকে।ধূপগুড়ির আদি বাসিন্দা নারায়ণ বাউল, সময়ের সব দৃশ্য নিয়েই ভাবেন তিনি। আর সেই রসদ দিয়েই তৈরী করেন গান, তবে এই মুহূর্তে একজন শিল্পীর স্বাধীন সত্তার ওপরেও যে চাপ আসে সেটিও বুঝিয়ে দেন খোলামেলা কথা বার্তায়।ভোট প্রসঙ্গে নিরুৎসাহী হলেও, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নিয়ে গান বেঁধেছেন এই বাউল।আর নয় অন্যায়, বাংলা জবাব চায়।(গান) বাউল জীবন প্রসঙ্গে নারায়ণ বাউল বলেন, এই ধূপগুড়িতে একটি লোকসঙ্গীতের স্কুল খোলার ইচ্ছে জাগে মনে।আজও সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছি মাত্র এক হাজার টাকা সম্মানিক ভাতা। এই বাজারেও এই ভাতার অর্থ বাড়েনি একটি পয়সাও।তবু পাগল মন যে মানে না, তাই ঘুরে ফিরে আজও বলে যাই মনের ভাবের কথা বাউল সঙ্গীতের মাধ্যমে। মনে যে বেজায় ক্ষোভ তা তার কথাতেই স্পষ্ট।বাউলের অস্থায়ী আস্থানায় প্রায়ই সঙ্গীতের টানে চলে আসা তন্ময় নন্দী জানান, ওনারা প্রায়ই এখানে আসেন। এই গানের মাধ্যমে যেমন সমাজের বর্তমান রুপ ফুটে ওঠে তেমনই তার সঙ্গে এক প্রকার হারিয়ে যেতে বসা এই বাউল গানের টানেই বার বার চলে আসি। ভালো লাগে এই পরিবেশকে।

বিজেপিকে এভাবেই সমালোচনার মাধ্যমে তুলোধনা করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম

মালদা ঃ নেতা হওয়ার জন্য অনেক রাজ্যে রাজ্যপাল করে পাঠানো হয় । আসলে প্রথম থেকে এই ভাবেই ওদের হাত পাকাতে হবে। অতীতে এমন অনেক ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে মালদায় এসে বিজেপিকে এভাবেই সমালোচনার মাধ্যমে তুলোধনা করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বুধবার দুপুরে মালদা শহরের সিপিএমের জেলা কার্যালয় মিহির দাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সম্পাদকের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র। সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, একটা সময় কাশ্মীরের আব্দুল্লাহ সরকারকে ভেঙে দিয়েছিল রাজ্যপাল। পরবর্তীতে সেই রাজ্যপালকে কেন্দ্রের মন্ত্রী করা হয় । মনিপুরের ডবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে। কিন্তু সেখানকার যা পরিস্থিতি তা এই রাজ্যের উত্তরবঙ্গে যেন সৃষ্টি না হয়, সেই থেকেও সকলকে সাবধান থাকতে হবে।এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিজেদের মতো চলার চেষ্টা করছে। উদাহরণ স্বরূপ মহম্মদ সেলিম বলেন, শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ারকে ভয় দেখিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হল। এরপর সেই অজিত পাওয়ারকেই উপমুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দেওয়া হয়। অথচ এই অজিত পাওয়ারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছিল ইবি, সিবিআই।এখন সেই অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী।এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে খোলা হাতে কাজ করতে দেওয়া হয় সেই ব্যাপারেও দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের ফল অনেকটাই ভালো হবে বলে জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

ফুলবাড়ী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ফুলবাড়ী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ। বেশ কিছুদিন ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর রপ্তানি বন্ধ ছিল। গত ৩ তারিখে খোলার পর থেকেই ভারতের ট্রাক চালকরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুবিধা এপে ।ভারতের গাড়ি গুলি কাছ থেকে ছয় চাকা গাড়িতে তিন হাজার ও দশ চাকা গাড়ি ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। অথচ ভুটানের গাড়ির ক্ষেত্রে কোন টাকাই নেওয়া হয় না ফুলবাড়িতে বর্ডারে প্রযোজ্য নয় কেন।ফুলবাড়ি কাস্টম আন্ডারে চ্যাংড়াবান্ধাব বর্ডার রয়েছে। সেখানে ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে স্লট বুকিং করতে হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে কেন স্লট বুকিং নেওয়া হচ্ছে না। ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে চ্যাংড়াবান্ধা বর্ডারে নেওয়া হচ্ছে কেন। ভুটান গাড়ি ক্ষেত্রে ফুলবাড়ীতে নেওয়া হবে না। যদি নেওয়া না হয় তবে আমাদের ভারতের গাড়িগুলি ক্ষেত্র একই নিয়ম করা হোক। ফুলবাড়ী সীমান্তে ভারতের প্রায় ৩৫০০ পন্য ট্রাক চলাচল করে ।বহু ট্রাক মালিকরা গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ গাড়ি প্রতি ২০০০ টাকা তাদের থাকছে না। ফুলবাড়ী ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শুভঙ্কর নস্কর জানান বহুদিন ধরে রাজ্য সরকারের সুবিধা এপে আমাদের গাড়িগুলি কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে ।অথচ ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে ফুলবাড়ি বর্ডারে নেওয়া হচ্ছে না ।অন্যদিকে ফুলবাড়ি কাস্টমার আন্ডারে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত রয়েছে। সেখানে তাদের স্লট বুকিং করে তারপরেই বাংলাদেশ পাথর রপ্তানি করা হচ্ছে। অথচ ফুলবাড়িতে ভুটানের কোন টাকায় নেয়া হচ্ছে না। গত এক সপ্তাহ ধরে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর রপ্তানি বন্ধ রেখেছেন গাড়ির চালকরা।

তারাপীঠে তোলাবাজির শিকার ভিন রাজ্যের পুন্যার্থীরা চাঞ্চল্য গ্রেপ্তার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বাবা ধাম দেওঘরে জল ঢেলে বাসে করে তারাপীঠে এসেছিল বিহারের মুজাফরপুরের সত্তর আশিজনের পুন্যার্থীর একটি দল । রামপুরহাট টোল ট্যাকস পেরিয়ে ষাটনং জাতীয় সড়কের মনসুবা মোড় সংলগ্ন এলাকায় চোদ্দো জুলাই রাতে তাদের বাস দাঁড় করিয়ে টাকা চায় কিছু যুবক । পুন্যার্থী দলের সদস্য রাম পরাশর বলেন, টোল ট্যাকসে টোল দেওয়ার পর আবার টাকা চায় কিন্তু তারা কোনো কাগজ দেখাতে পারে নি । আমরা তখন টাকা না দেওয়ায় বাসের কাঁচ ঢিল মেরে ভেঙ্গে দেয় । আমাদের উপর বেলচা,বাঁশ,কাঠ দিয়ে হামলা চালায় । মহিলাদের উপর হামলা চালায় । পুন্যার্থীদলের কয়েকজন সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য । এইঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । এখনো পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ।

বিশ্বভারতী অমর্ত্য মামলার পরবর্তী শুনানি একুশে জুলাই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ জমি বিবাদ নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অমর্ত্য সেনের মামলা গড়ায় আদালতে । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই মামলার শুনানি চলছে সিউড়ি আদালতে । শনিবার সিউড়ি আদালতে মামলার শুনানি হয় । অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, যে কাগজপত্র দেখানোর কথা ছিল সেটা দেখাতে পারে নি । অমর্ত্য সেনের অনুপস্থিতিতে পাশ করানো হয়েছে । বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, বিশ্বভারতী আইনসম্মত স্টেপ নিয়েছে ।

বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার

কোচবিহার ঃ নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের গুড়িয়াহাটি ১ নম্বর অঞ্চলের ৮১৩০ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী মিলন সূত্রধর এর বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার। গ্রামবাসীরা সকলেই বোমার আতঙ্কে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া তারা ভোট দিতে যাবেন না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখান থেকে ছাপ্পা ভোট হয়েছিল অনেকেই ভোট দিতে পারেননি। ভোট চলে যাবার পরেও এখানে বিজেপি কর্মীদের ওপর এক লাখ দেড় লাখ টাকার উপরে জরিমানা চাইতো।

কোচবিহারে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত, বিজেপি কর্মীদের দোকান লুট করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ নির্বাচন শেষ কিন্তু রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত কোচবিহারে। তুফানগঞ্জ এর দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২৫৫ নম্বর বুথে তিনি বিজেপি কর্মীর দোকান ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ গতকাল নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বুথ দখল করতে গেলে বিজেপি কর্মীরা বাধা দেয়। সেই ঘটনার পর গতকাল গভীর রাতে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তিনজন বিজেপি কর্মীর দোকানে ভাঙচুর চালায় এবং দোকানের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

অগ্নি মূল্য সবজির দাম। মাথায় হাত পড়েছে আমজনতার

মালদা ঃ অগ্নি মূল্য সবজির দাম। সবজি বাজারে ঢুকলেই হাতে ছ্যাকা লাগছে। মালদা শহরের রথবাড়ি সহ একাধিক বাজারে লঙ্কা বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা কেজি দরে। তার পাশাপাশি বেগুন বিক্রি হচ্ছে, প্রায় ১৫০ টাকা কেজি দরে। তার পাশাপাশি অন্যান্য শাক সবজির দামও একশো ছুঁই ছুঁই। এমত বস্থায় মাথায় হাত পড়েছে আমজনতার। এই বিষয়ে ফল ও সবজি আমদানি ও রপ্তানি কারক তথা জেলা ব্যবসায়ী নেতা উজ্জ্বল সাহা, মঙ্গলবার মালদা শহরের আম বাজার এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, প্রথমে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে এমনিতেই শাকসবজির ফলন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তারপরে টানা এই কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কৃষি জমি। শাক সবজির জমিতে জল জমে যাওয়ায় পচন ধরেছে। তবে আমরা সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রাখছি যাতে করে ব্যবসায়ীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত দামে শাকসবজি বিক্রি না করে। তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের যে সকল সুফল বাংলা সেঃটার রয়েছে সেখান থেকেও শাকসবজির দাম ছাড় দিয়ে বিক্রি করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার পাশাপাশি আমরা ভিন রাজ্য থেকে সবজি আমদানির চেষ্টা করছি যাতে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে। তিনি আরো জানান বাংলার অনেক কৃষক ভোটে লড়ছেন এবং ভোটে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভোটের পর আরও বেশি করে ফসল ফলাবেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যদের গুড় ও জল খাওয়ান ‾ মদন মিত্র

জলপাইগুড়ি ঃ অনুব্রতর স্টাইলে মদন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ান দের গুড় বাতাশা আর জল খাওয়ানো নিদান দিলেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। বুধবার ময়নাগুড়ি দোমহনীর সভামঞ্চ থেকে এই নিদান দেন তিনি। তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় মহিলা তৃনমূল কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন এই গরমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানরা যদি ক্লান্ত হয়ে আপনাদের কাছে এসে জল চায় তবে আপনারা গুড় বাতাশা, মিষ্টি, জল দেবেন।

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন সভাধিপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি বিডিও অরিন্দম মন্ডল, নকশালবাড়ি বিএলআরও বিপ্লব হালদার, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। ২ বছর আগে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যায়ে নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের কাজ কেমন হয়েছে তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালে ইলেকট্রিক সহ একাধিক উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে হাসপাতালে এমপি পিএইচ ইউনিট কাজ শুরু হতে চলছে। এদিন সমস্ত কাজের সরেজমিনে তদন্ত করেন সভাধিপতি। পরে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই প্রায় দুই কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। হাসপাতালে পাশাপাশি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় একাধিক কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া খুব শীঘ্রই হাসপাতালে এমপিপিএইচ ইউনিট শুরু হতে চলেছে। এটি শুরু হলে খুব সহজেই রোগীরা রক্ত সংক্রান্ত পরীক্ষা করতে পারবেন। এছাড়া হাসপাতালে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে। তা নথিভুক্ত করে করা হল এবং চিকিৎসকের সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়েছে।

INTTUC হুড খোলা জিপ এবং ৫০০টি টোটো গাড়ি নিয়ে আকর্ষণীয় নির্বাচনী প্রচার

শিলিগুড়ি ঃ ঘরে ঘরে পৌছে বা মিছিল করে নয়, অভিনব কায়দায় প্রচার তৃণমূলের শাখা সংগঠন INTTUCর। ভোটের আগে শেষ মুহূর্তে প্রচার তুঙ্গে। আর প্রচারের মূল আকর্ষণ ই রিকশা। আজ প্রায় ৫০০ ই রিকশা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে INTTUCর ব্লক ২। উদ্দেশ্যে ডাবগ্রাম এবং ফুলবাড়ীর বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘোরা। এদিন শোভাযাত্রা শুরুতে ছিল হুডখোলা জিপ। এবং তার পেছনে ছিল ই রিকশার লম্বা লাইন। আজকের এই শোভাযাত্রা ভোট প্রচারে আলাদাই মাত্রা এনে দিয়েছে।

কামতা কালচারাল সোসাইটির সাইনবোর্ড ও কার্যালয় ভাঙ্গার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ কামতা কালচারাল সোসাইটির সাইনবোর্ড ও কার্যালয় ভাঙ্গার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছ এলাকায়। ঘটনায় পুলিশের দারস্থ হলেন কামতা কালচারাল সোসাইটির সদস্যরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া ব্লকের অন্তর্গত ঠিকনিকাটা কাওয়াখালি এলাকায়। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে কামতা কালচারাল সোসাইটির কার্যালয়। অভিযোগ, শাসকদলের নেতাকর্মীদের মদতে স্থানীয় কিছু মানুষ রাতের অন্ধকারে, কামতা কালচারাল সোসাইটির সাইনবোর্ড ও অফিস ঘরে ভাঙচুর চালায়। যদিও বুধবার ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদলের নেতৃত্ব। কামতা কালচারাল সোসাইটির সভাপতি অনুপ রায় বলেন, ঘটনার পর মেডিকেল ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে তারা হুঁশিয়ারি দেন গণতান্ত্রিক পথে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। অপরদিকে মাটিগাড়া ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হরেন্দ্রনাথ বর্মন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বুধবার বলেন এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন সদস্য জড়িত নয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বহু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

শিলিগুড়িজলপাইগুড়ি ঃ সুষ্ঠভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করাতে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।চলছে রুটমার্চ।এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়িতে রুট মার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনী।এদিন রাজ্য পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আমবাড়ি ফালাকাটা আউট পোস্টের ওসি সন্দীপ দত্তের নেতৃত্বে বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের আমবাড়িতে কামারভিটা, চাকিয়াভিটা, বটতল সহ বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ করা হয়।

হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন এক ভোট কর্মী

জলপাইগুড়ি ঃ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ময়নাগুড়ি হাই স্কুলে এসেছিলেন এক ভোট কর্মী। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই হাঁটু ব্যথার কারণে রাস্তায় পড়ে যান। সামনে থাকা টাউন ক্লাবের সদস্যারা তাকে উদ্ধার করে তাদের ক্লাব ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তাকে প্রাথমিক সুশ্রসা করা হয় ক্লাবের সহসভাপতি অসীম চ্যাটার্জী বলেন এই ব্যাপারে তারা অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে ময়নাগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ্র নন্দী কে এ বিষয়ে জানাবেন।এদিকে অসুস্থ অবস্থায় তার অসুবিধার কথা জানালেন সেক্টরকে। পরবর্তীতে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। জানা যায়, জলপাইগুড়ি থেকে এক শ্যামল দত্ত নামের এক শিক্ষক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ডিসি আরসিতে উপস্থিত হন। কিন্তু যাওয়ার পথেই রাস্তার মধ্যেই পড়ে যান তিনি।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধ

কোচবিহার ঃ ফের উত্তপ্ত দিনহাটা। বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার বামন হাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালমাটি এলাকায়। আহতদের বামন হাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাদের কোচবিহারে রেফার করা হয়। বর্তমানে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তারা। গত কালকের এই ঘটনায় হামলা কারিদের মধ্যে এক জনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা গোটা এলাকায়। অভিযোগ ৭২০৭ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী লিপিকা বর্মন এর বাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীরা বসে ছিল। সেই সময় কয়েকটি বাইকে বেশ কয়েকজন তৃণমূল এর দুস্কৃতি এসে প্রথমে দুটি বোম ছোরে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেই গুলিতে ৩ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়। এছাড়াও একজন মাথায় আঘাত লাগে।

কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের পাঠ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডাঙ্গারহাট এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি

কোচবিহার ঃ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের পাঠ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডাঙ্গারহাট এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ গতকাল রাতে বিজেপি প্রার্থী মানিক রায়ের বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এলাকার বাসিন্দারা বাইরে বেরিয়ে আসলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আজ সকালে ওই এলাকা থেকে প্রায় এক ব্যাগ বোম উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনার সালে গিয়ে তাজা বোম গুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জ্বালানির আরেক উৎস ভাসমান উইন্ড টারবাইন

বার্লিন ঃ সমতল ভূমি ছাড়াও উইন্ড টারবাইন সাগর উপকূলের কাছে অগভীর পানিতে স্থাপন করা হয়। তবে উপকূল থেকে দূরে সাগরের বুকে বাতাসের শক্তি আরো বেশি থাকে।

ভাসমান উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করে সেখানে বিদ্যুৎউৎপাদন করা যায়। তবে এমন টারবাইন স্থাপনের কাজ এখনো ব্যয়বহুল।

ভেসে থাকার জন্য টারবাইনের নীচে বিশাল অবকাঠামো তৈরি করা হয়, যা দুই থেকে আট হাজার টন ভার বহন করতে পারে।

বিষয়টা অনেকটা জাহাজের মতো। কাঠামোর মধ্যে থাকা বাতাস এবং আকারের কারণে জাহাজ তার ওজনের চেয়ে বেশি পানি সরাতে পারে। এই পানি জাহাজকে উপরের দিকে ঠেলায় জাহাজ ভেসে থাকে।

তবে টারবাইনকে পানির উপর ভাসিয়ে রাখাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, পুরো জিনিসটা যেন উলটে না যায়, সেটি নিশ্চিত করা।

প্রিন্সিপাল পাওয়ার কোম্পানি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। পুরো অবকাঠামো স্থিতিশীল রাখতে তিনটি স্তম্ভের প্রস্থ একেকটির একেকরকম হয়। এছাড়া ভারসাম্য রাখার আরেকটি কৌশলও আছে। কোম্পানির কর্মকর্তা অ্যারন স্মিথ জানান তারা 'হাল ট্রিম সিস্টেম' ব্যবহার করেন। ''এই পদ্ধতির কারণে স্তম্ভ তিনটির মধ্যে পানি চলাচল করতে পারে যা টারবাইনের পাখা থেকে উৎপন্ন শক্তির চাপ কমাতে পারে। ফলে প্ল্যাটফর্মটির অভিকর্ষ কেন্দ্র ভার্টিক্যাল অবস্থায় থাকে। এভাবে আমরা অবকাঠামোটি খাড়া রাখি, যা জ্বালানির সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব করে,'' বলে জানান তিনি। এই কৌশলের কারণে অবকাঠামোটি ১৫ মিটার উঁচু ঢেউ এবং হ্যারিকেনের মতো শক্তির মধ্যেও স্থিতিশীল থাকতে পারে। 'হাইউইন্ড স্কটল্যান্ডের' পাঁচটি টারবাইন ৩৪ হাজার ঘরের চাহিদার সমান জ্বালানি উৎপাদন করে। এই পার্কের উৎপাদনক্ষমতা ৫৪ শতাংশ। তুলনার জন্য বলা যেতে পারে যে, ২০১৮ সালে অফশোর উইন্ড টারবাইনগুলোর বৈশ্বিক গড় উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৩৩ শতাংশ। ২০২৩ সালের শুরুতে বিশ্বে ১২টি ভাসমান উইন্ডপার্ক ছিল। এগুলোর উৎপাদনক্ষমতা ১৯৯ মেগাওয়াট, যা খুবই কম। তবে ইউরোপ, অ্যামেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় সাগরের পানিতে বড় বড় পার্ক তৈরির কাজ চলছে।

বর্তমানে সাগরের তলে আটকে থাকা উইন্ড টারবাইনের তুলনায় ভাসমান টারবাইন তৈরিতে দ্বিগুণ খরচ হচ্ছে। অর্থাৎ দক্ষতা বেশি হলেও এটি স্থাপন করা ব্যয়বহুল। খরচের ৫০ শতাংশ ব্যয় হয় টারবাইন ও অবকাঠামো নির্মাণে। বাকিটা পরিচালন ব্যয়। তবে বেশি করে টারবাইন বসানো শুরু হলে খরচ কমে আসতে পারে বলে মনে করেন অ্যারন স্মিথ। তিনি বলেন, ''শিগগিরই যে খাতে খরচ কমতে পারে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, পাঁচটি টারবাইনের প্রকল্পের জন্য আমরা যে পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ারিং করছি, তা ১০০টি টারবাইনের প্রকল্পের জন্য করা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমান।''

ভাসমান উইন্ড টারবাইন হার্বার বা পোতাশ্রয়েও বসানো যায়। শুধু জাহাজে করে তাকে টেনে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে।

মহেন্দ্র গুপ্তের জন্ম জয়ন্তীর সাথে সমাপ্ত হলো মাতাজী আশ্রমের আঠ দিবসিয় কথামৃত উৎসব

মহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব ঃ বাদল মামা

কথামৃত উৎসবে সহযোগিতা করার জন্য সবাই কে ধন্যবাদ ঃ শঙ্কর চন্দ্র গোপ

পোটকাঃ রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্তের জন্মদিন কে কেন্দ্র করে প্রতিবছর হাতার মাতাজী আশ্রম ৭ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে কথামৃত উৎসব পালন করে থাকে।এ বছর মহৎসব ১৫ বছরে পা দিলো।এ বছর ৭ জুলাই হাতার সুধাংশু মিশ্রের বাড়িতে,৮ জুলাই জাম্বনীতে রাধা গোবিন্দের মন্দিরে,৯ জুলাই এদলের অভয় সাহুর বাড়িতে,১০ জুলাই হাতার স্বর্গীয় রনোজ সরকারের বাড়িতে,১১ জুলাই বড় ভূমরির হরি মণ্ডপে,১২ জুলাই চালিয়ামার স্বর্গীয় অসিত মণ্ডলের বাড়িতে,১৩ জুলাই হাতার মাতাজী আশ্রমে ও ১৪ জুলাই রসুনচোপার সন্তোষ মণ্ডল ও বেলা রানী মন্ডলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি হলো যা পণ্ডিত সুধাংশু মিশ্র করলেন।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ উপস্থিত ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে সবাই কে ধন্যবাদ জানালেন যে সব ভক্ত,আয়োজক মণ্ডলি,শিল্পী ও দর্শক এই কথামৃত উৎসব কে সফল করার জন্য সহযোগ করেছেন।সুনীল কুমার দে মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনী পাঠ করে শুনালেন।কমল কান্তি ঘোষ ওরফে বাদল মামা রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,রামকৃষ্ণ কথামৃত এ যুগের ভাগবত আর মহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব।মহেন্দ্র গুপ্ত না থাকলে আমরা কথামৃতের মত এমন অমূল্য ধর্ম গ্রন্থ পেতাম না।ঠাকুরের সাথে চিরদিন তিনি ও অমর হয়ে থাকবেন।আপনারা সবাই কথামৃত প্রতিদিন পড়ুন,শান্তি পাবেন,আনন্দ পাবেন ও ভগবান লাভের পথ খুঁজে পাবেন।শিলা পালিত ও বেলা রানী মণ্ডল সারদা মায়ের কথা ও সুধাংশু মিশ্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করে শুনালেন।ভক্তি গীতি পরিবেশন করলেন পতিত পাবন দাস,বাদল মামা,সুনীল কুমার দে,ভাস্কর দে,তড়িৎ মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,প্রবীর দাস,সহদেব

মণ্ডল ,ভবতারন মণ্ডল ও মাতাজী আশ্রমের মহিলারা।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন করে হরিলুট দেওয়া হলো।ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সন্তোষ মণ্ডল ও অনুষ্ঠান টিকে সুন্দর ভাবে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই অবসরে মোহিতোষ মণ্ডল,উজ্বল মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,তুষার মণ্ডল,মনিকা মণ্ডল,আদিত্য মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,নারায়ণ চ্যাটার্জি,তরুণ দে,স্বপন দে,সাবিত্রী গোপ,ঝর্ণা সাহু,অর্জুন মুদি,সঞ্জয় সাহু,রাজকুমার সাহু,বলরাম গোপ,ভানু রানা,ইরা পালিত,শিলা পালিত,বন্দনা মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,সুজাতা মরল, ব্রহ্ম পদ মরল,অঞ্জলি মণ্ডল,অমিত মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,সুদীপ মণ্ডল,মঞ্জুশ্রী সরকার,তপন মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,বুলু রানী মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,প্রশান্ত মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল,অসিত মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,কাজল মণ্ডল ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

কৌশলগত অবস্থানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

ঢাকা ঃ সেপ্টেম্বরের আগে বিএনপি কঠিন কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছে না। তারা সমাবেশ আর পদযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর শাসক দল আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচির বাইরে উন্নয়ন ও শান্তির প্রচার শুরু করবে। মার্কিন প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের(ইইউ) প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের কাজ । এইসব কিছু দেশের দুই প্রধান দলই আরো ভালোভাবে পর্যক্ষেণ এবং অনুধাবন করতে চায়। শনিবার ইইউর প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিউভয় দলের সঙ্গেই বৈঠক করেছে। বৈঠকে বিএনপি জানিয়ে দিয়েছে এই সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবেনা। আর আওয়ামী লীগ জানিয়ে দিয়েছে এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হবে। আর তা নিরপেক্ষ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দল যে সংলাপের প্রত্যাশা করছে তাওে দুই দল বিপরীত মেরুতে আছে। বিএনপি বলছে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মেনে নিলেই কেবল সংলাপ হতে পারে। আওয়ামী লীগ বলছে এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে এলেই কেবল সংলাপ হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা সংলাপের উদ্যোগটা নেবে কে? তবে সব মিলিয়ে আর যাই হোক না কেন দুই দল অনেকটাই সহনশীল অবস্থানে চলে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগস্টে বিএনপির আন্দোলন আরেকটু নরম হবে। কারণ এই সময়ে আওয়ামী লীগের শোকের মাসের কর্মসূচি থকবে। সেপ্টেম্বর থেকে আবার তারা আবার গতি বাড়াবে। তবে তা হরতাল অবরোধের মতো আন্দোলনে যেতে আরো সময় নেবে বিএনপি। তারা এখন পর্যন্ত সমাবেশ পদযাত্রার মতো মানুষকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচি দেবে তারা মনে করে মানুষ ধীরে ধীরে বিএনপির আন্দোলনে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এটা এক সময় যখন ব্যাপক মাত্রায় হবে তখন দুইএক দিনের কঠোর কর্মসূচি দিয়েই সরকারকে দুর্বল করা যাবে। আর সেই কর্মসূচি তারা আগে থেকেই ঢাকাঢোল পিটিয়ে দেবেনা। কর্মসূচির দুই একদিন আগে সংবামাধ্যমকে জানাবেন। আগে বিএনপি পদযাত্রা করেছে এলাকাভিত্তিক। নতুন কৌশল হিসেবে এবার তারা পরিসর ও সময় বাড়াচ্ছে। ১৮ এবং ১৯ জুলাই তারা ঢাকায় যে পদযাত্রার কর্মসূচি দিয়েছে তা নতুন আঙ্গিকের। ওই দিনের পদযাত্রা ঢাকার গাবতলী থেকে শুরু হবে। এরপর বিজয় সরণি ও মগবাজার হয়ে যাত্রাবাড়ি যাবে। ১৯ তারিখের পদযাত্রা হবে উত্তরা থেকে যাত্রাবাড়ি। তারা পদযাত্রায় বেশি সময় নিতে চাচ্ছে। বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে চাইছে। সমাবেশের কর্মসূচিতেও তারা আরো বেশি মানুষ আনতে চাইছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য জানান, তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে কঠিন কোনো কর্মসূচি হরতাল বা অবরোধ দিলে তারা এমনভাবে দেবেন যাতে ফল আসে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের কর্মসূচি দিলে টানা সংঘাত হয় এবং এতে নেতাকর্মীরা বেশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েন। তারা মনে করেন এমনও হতে পারে তারা যখন ঢাকা অবরোধের কর্মসূচি দেবেন তখন চূড়ান্তভাবেই দেবেন। ঢাকাকে অচল করে দেবেন। আর মাঠ ছাড়বেন না। যা হওয়ার একবারে হবে। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, আমরা কোনো সংঘাতে যেতে চাইনা। আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আরো জোরদার করতে চাই। আরো মানুষকে সম্পৃক্ত করতে চাই আন্দোলনে। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনসম্পৃক্ততা বাড়ছে এবং সামনের দিনে আরো বাড়বে। তার কথায়, জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনে বিজয় আসবে। সাফল্য আসবে। তারপর যদি সরকার আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে চায় তাহলে আমরাও সরকার যাতে পদত্যাগে বাধ্য হয় আমরা সেই ধরনের কর্মসূচি দেব। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা জনগণের শক্তিতেই আন্দোলন করতে চাই। আর গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এখন সারা বিশ্বের বিষয়। আমাদের বিদেশি বন্ধুরা এখানে

যা দেখছেন তাই বলছেন। তারা সুষ্ঠু নির্বাচন চান। এর মানে হলো আগে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। উজরা জেয়ারের সফরের পর সরকারের ফুরফুরে মোজাজে থাকার কিছু নাই। তারা আসলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আওয়ামীলও কোনো সংঘাতে না গিয়ে মাঠের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে চাইছে। তাদের কৌশল দুইটি। বিএনপির বড় কর্মসূচির দিনে তারাও বড় কর্মসূচি দেবে। আর এর বাইরে তারা ব্যাপকভাবে নিজস্ব কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। সামনে আগস্ট মাস শোকের মাস । বঙ্গবন্ধুর এই শাহাদাত বার্ষিকীর মাসে প্রতিদিনই তাদের সারা দেশে কর্মসূচি থাকবে। তাদের সব সহযোগী সংগঠন এই কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকবে। এর আগে চলতি মাস থেকেই তারা উন্নয়ন, শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রচার শুরু করবে। আর আগস্ট মাসের পর তারা পুরোদমে নির্বাচনের কাজ শুরু করবে।

জোটকে শক্তিশালী করা, যারা নির্বাচনে আসতে চায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করা। সমমনা দলগুলোকে নির্বাচনে কী দেয়া যায় তা নিয়ে কাজ করবে। যাদের মনোনয়ন দেয়া হবে তাদের আগাম সিগন্যাল দিয়ে এলাকায় পাঠিয়ে দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে তৃণমূলে আরো চাঙ্গা করবে তারা। আওয়ামী লীগের এক দায়িত্বশীল নেতা বলেন, বিএনপি যেদিন কর্মসূচি দেবে সেদিন আমরাও কর্মসূচি দেব। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমন্তরালভাবে মাঠে নেতাকর্মীদের অবস্থান রাখা। যাতে বিএনপি হঠাৎ করে মাঠ ফাঁকা পেয়ে কিছু করতে না পারে। তারা যে ধরনের কর্মসূচি দেবে সেটা দেখে আমরাও কর্মসূচি দেব। আর এর বাইরেরও আমাদের অনেক কর্মসূচি থাকবে। মাঠের দখল আমরা ছাড়বো না। জানা গেছে,আওয়ামী লীগ ছাড়াও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সারাদেশে সক্রিয় করা হচ্ছে। তাদের নানাভবে চাঙ্গা করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সেটা ধরে রাখা হবে। এর অংশ হিসেবে তারা তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক অনেক পরিকল্পনা করছে। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, আমরা ১৮ জুলাই সারা দেশে শান্তি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা করবো। আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। আমরা এই সরকারের উন্নয়ন এবং বিএনপির ধ্বংসাত্মক কাজের চিত্র তুলে ধরবো। সারা দেশে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা নির্বাচন পর্যন্ত মাঠেই থাকবে। আমরা মাঠ ছাড়বোনা।

তার কথায়, হেফাজতের শাপলা চত্বরের সমাবেশের সময় বিএনপি একবার চেষ্টা করেছে। আরো নানা ইস্যুতে তারা চেষ্টা করেছে। ২০১৩-১৪ সালের সময়ও চেষ্টা করেছে, পারেনি। তখন বিএনপির নেতৃত্ব অনেক শক্তিশালী ছিলো। এখন সেই অবস্থা নেই। বিএনপি বলতে গেলে নেতৃত্ব শূন্য। তখনই তারা পারেনি এখন পারবে কীভাবে। আর বিএনপির নেতাকর্মীরা এখন হতাশ। এই হতাশা আরো বাড়বে। আমরা মাঠে থেকে তাদের হতাশা আরো বাড়িয়ে দেবো। তিনি মনে করেন, বিএনপি এখন চাচ্ছে নানা শক্তির ওপর ভর করে দেশে একটি অসাংবিধানিক সরকার আনতে। সেটা বাংলাদেশে হবেনা।

সম্পাদকীয়

কৃষ্ণসাগরে শস্য চুক্তি নবায়নে রাজি পুটিন, দাবি এর্দোয়ানের

তুর্কি প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান বলেছেন, কৃষ্ণসাগরে শস্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি এবং ভ্লাদিমির পুটিন একই অবস্থানে রয়েছেন। তবে ক্রেমলিন জানিয়েছে, এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট শুক্রবার বলেন, রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের শস্য চুক্তি বাড়ানোর জন্য সম্মত হয়েছে। ক্রেমলিন এই বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি। তারা জানিয়েছে, শর্তপূরণ করলেই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হবে। এর্দোয়ান সাংবাদিকদের বলেন, তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা আগস্টে পুটিনকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। কৃষ্ণসাগরের শস্য করিডোর সম্প্রসারণের বিষয়ে আমরা একমত।

তুর্কি নেতার দাবি, চুক্তি পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে তিনি এবং পুটিন একই মনোভাবে বিশ্বাসী। কেন কৃষ্ণসাগর শস্য চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ? ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের কারণে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি ব্যাহত হয়,যার ফলে কিছু দেশে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং বিশ্বজুড়ে দাম বেড়ে যায়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির তথ্যমতে, ইউক্রেনে উৎপাদিত শস্য বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০ কোটি লোকের খাবারের জোগান দেয়। ২০২২ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণসাগরে শস্য চুক্তি সাক্ষরে মধ্যস্থতা করেছিল তুরস্ক। এরপর এই চুক্তি বেশ কয়েকবার নবায়নও হয়েছে। চুক্তিটির ফলে ইউক্রেন তিন কোটি ২০ লাখ মেট্রিক টন শস্য রপ্তানির অনুমতি পেয়েছে। এই শস্যের বেশিরভাগই আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গেছে। চুক্তিটি নবায়ন না হলে ১৮ জুলাই শেষ হয়ে যাবে। অথচ, হর্ন অব অফ্রিকা অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে শস্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শস্য ঘাটতিতে ভুগছে ইরিত্রিয়া, সোমালিয়ার মতো দেশগুলো। মস্কো বারবার কৃষ্ণসাগর শস্য চুক্তি পুনর্নবায়ন না করার হুমকি দিয়ে আসছে। তাদের অভিযোগ, চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার সার এবং শস্য রপ্তানি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। অর্থপ্রদান, সরবরাহ এবং পরিবহণ সংক্রান্ত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলোথেকে মুক্ত হতে চায় রাশিয়া। তাদের দাবি, রপ্তানির ক্ষেত্রে এগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুটিন বলেন, চুক্তির অধীনে রাশিয়ার দাবিগুলোর একটিও পূরণ হয়নি। পুটিন বলেন, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, কিছুই করা হয়নি। সবই একতরফা। আমরা কী করবো, তা নিয়ে আবার ভাবতে হবে। আমাদের হাতে আরো কয়েক দিন আছে। এই সপ্তাহের শুরুতে, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস পুটিনকে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো এবং রাশিয়ার সার রপ্তানিতে বাধা দূর করার জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এর্দোয়ানের আশা, এই চিঠির মাধ্যমে আমরা আমাদের এবং রাশিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় শস্য করিডোরের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে পারবো।

পঞ্চায়েতে রক্তপাত নিয়ে বিশিষ্টদের একাংশের নীরবতায় প্রশ্ন

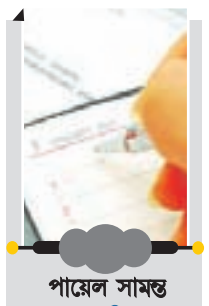

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে ব্যাপক সহিংসতা সত্ত্বেও বিদ্বজ্জনদের একাংশের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সরকার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শিল্পী শুভাপ্রসন্ন কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন রক্তপাতের।

সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকে জেলায় জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। মাসখানেকের কিছু বেশি সময় ধরে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে। ভোট ঘিরে মৃতের সংখ্যা ৫৫ পার করেছে। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে এ নিয়ে চাপানউতোর তুঙ্গে।

পরিস্থিতি সরগরম হলেও বিদ্বজ্জনদের একাংশ মুখ খুলছেন না। বিশেষত সরকারপন্থি হিসেবে পরিচিত যারা, তাদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তনের ডাক দিয়ে যে বিশিষ্টজনেরা মিছিল করেছিলেন ২০১১ সালে, তাদের মধ্যে অন্যতম এই শিল্পী।

চলতি সহিংসতার আবহে শুভাপ্রসন্নের ডয়চে ভেলেকে বলেন, কেন এত হিংসা হবে? যে মায়ের কোল খালি হল, সেখানে তার সন্তান আর ফিরবে না। তাই বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাদের ডাক মানুষ শুনবে।

শুভাপ্রসন্নের পাশাপাশি তৃণমূল বিধায়ক ও লেখক হুমায়ুন কবীর সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মমতা সরকারের সাবেক মন্ত্রী বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সন্ত্রাসহীন, রক্তপাতহীন ভোট হবে। তা হল কোথায়? মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ বুদ্ধিজীবীদের নীরব অংশকে আক্রমণ করে কবিতা লিখেছেন। তার রচনা, জানেন যদি, মানেন যদি কেন আছেন চুপ যান মানবতার চিতায় গিয়ে লাগিয়ে আসুন ধূপ। নির্বাচনের সময় বিজেপির বিরুদ্ধেও সহিংসতার অভিযোগ উঠছে। রুদ্রনীল কেন নিজের দলের সমালোচনা করছেন না, তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘিরে অশান্তি, হত্যা, ভয় দেখানোর পরম্পরাঅনেকদিনের। এর বিরুদ্ধে বিদ্বজ্জনদের একটা অংশ সরব হয়েছেন।

বামমনস্ক ও প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত বিদ্বজ্জনেরা সহিংসতা নিয়ে ভোটগ্রহণের অনেক আগেই বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে হিংস্র অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমরা নাগরিক হিসেবে আতঙ্কিত বোধ করছি।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী, পরিচালক অনীক দত্ত, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার চন্দন সেন প্রমুখ।

চন্দন সেন বলেন, যে কোনো নির্বাচনে হিংসা অনিবার্য বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের কাছে, এর পিছনে শাসকের বড় ভূমিকা থাকে। তারা যতটা পেশি স্বার্থের কথা ভাবেন, ততটা গণতন্ত্রের কথা ভাবেন না। এর বিরুদ্ধে কথা না বলা যে কোনো মানুষের পক্ষে অপরাধ।

জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেতা ঋদ্ধি সেন ফেসবুকে লিখেছেন, পড়ে থাক গণতন্ত্রের লাশ, পচুক, গন্ধ বেরোক, সেই গন্ধ নাকে নিয়ে মাংস ভাত খাক রাজনৈতিক শিবিরগুলো, দুপুরবেলা আমরাও খাই পেট ভরে।

গত এপ্রিলে রামনবমী উদযাপনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তি ছড়িয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষেরা মুখ খুলেছিলেন। অভিনেতা, পরিচালক অপর্ণা সেন, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গেরুয়া শিবিরের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন সেই সময় রাজপথে মিছিলও করেছিলেন। সেই তুলনায় চলতি অশান্তিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির বাইরের মানুষদের তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক স্তরে প্রতিবাদ হচ্ছে। বিরোধী বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ মিছিল করেছে। পথে নেমেছেন সরকারি কর্মচারীরা।

সহিংসতার বিরুদ্ধে শুভাপ্রসন্ন বুদ্ধিজীবীদের সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার ঘনিষ্ঠরা কি সাড়া দিলেন? ২০১১ সালে বাম সরকার বদলের অন্যতম মুখ, চিত্রশিল্পী সমীর আইচ বলেন, শুভাদার ডাকে যারা সাড়া দেননি, তারা হয়তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বয়সের জন্য কারো চোখের সমস্যা থাকতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছি।

পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে অশান্তির কারণ হিসেবে অর্থনীতির দিকটি বারবার আলোচনায় উঠে আসে। শুভাপ্রসন্ন বলেন, ভোটে জিতলেই রোজগারের ব্যবস্থা হবে, এর জন্য মারামারি। যার কাজ নেই, সে এসবে জড়িয়ে পড়ে।

অভিনেতা কৌশিক সেন বলেন, এমন মধুভাণ্ড তৈরি হয়েছে যে তৃণমূলই মারছে তৃণমূলকে। এর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। পবিত্র সরকার বলেন, সরকার ঘনিষ্ঠরা বললেন কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। যত দিন পঞ্চায়েত রোজগারের জায়গা হয়ে থাকবে, এই রক্তপাত বন্ধ হবে না।

ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দিতে আপত্তি জার্মানির

উইলিয়াম নোয়া গ্লুক্রফট

অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে এই জাতীয় বোমা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু জার্মানি আপত্তি জানিয়েছে।

ক্লাস্টার বা ছড়রা বোমা। এই বোমা ফাটালে একসঙ্গে অনেক মানুষকে আঘাত করা যায়। কারণ বোমার ভিতর রাখা অসংখ্য স্প্লিন্টার চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ইউক্রেনকে এই ধরনের ক্লাস্টার বোমা দিতে চাইছে অ্যামেরিকা। কিন্তু জার্মানি আপত্তি জানিয়েছে।

২০০৮ সালে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার যাতে না হয়, তার জন্য একটি চুক্তি হয়েছিল। জার্মানি সেই চুক্তির অন্যতম দেশ। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, এই ধরনের বোমা বেসামরিক মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ, এই বোমা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে না। চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। ফলে এই বোমা ব্যবহার করলে বহু মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন এবং সেখানে বেসামরিক মানুষেরাও আক্রান্ত হতে পারেন।

রাশিয়া ইউক্রেনেযুদ্ধ শুরু করার পর অভিযোগ উঠেছিল, বেশ কিছু জায়গায় রাশিয়ার সেনা ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে। বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এবার সেই ক্লাস্টার বোমা ইউক্রেনের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ক্লাস্টার বোমা বিরোধী চুক্তিতে অ্যামেরিকা নেই। ফলে ইউক্রেনকে এই ধরনের বোমা দিতে অ্যামেরিকার কোনো আইনি সমস্যা নেই। কিন্তু অ্যামেরিকা ন্যাটোর অংশ। ন্যাটো ইউক্রেনকে কোনো অস্ত্র দিলে সেখানে ন্যাটোর সমস্ত দেশের সবুজসংকেত প্রয়োজন। ফলে জার্মানি সমস্যায় পড়েছে।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎস অবশ্য বিষয়টি থেকে দূরত্ব তৈরির কৌশল নিয়েছেন। বুধবার বার্লিনে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকে এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ক্লাস্টার বোমার পক্ষে সওয়াল করেছে। জার্মানি যে অবস্থান নিতে চলেছে তা হলো, অ্যামেরিকা একটি সার্বভৌম দেশ। ইউক্রেনকে ব্যক্তিগতভাবে তারা এই বোমা দিচ্ছে। জার্মানি এই বোমা সমর্থন করে না ঠিকই, কিন্তু তারা নিষেধ করার জায়গাতেও নেই।

যুদ্ধশুরু হওয়ার পর ইউক্রেনকে কী ধরনের অস্ত্র দেওয়া হবে, তা নিয়েও রীতিমতো সমস্যায় পড়েছিল জার্মানি। প্রাথমিকভাবে জার্মানির অভিমত ছিল কেবলমাত্র রক্ষণাত্মক অস্ত্রই দেওয়া হোক ইউক্রেনকে। পরে অবশ্য তারা আক্রমণাত্মক অস্ত্রও দিয়েছে। এবার ক্লাস্টার বোমা নিয়ে সেই একই সমস্যায় পড়েছে জার্মানি।

ইউক্রেন জানিয়েছে, তাদের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন মতো অস্ত্রের জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জার্মানি এবং অ্যামেরিকা অস্ত্র তৈরির সবচেয়ে বড় দেশ। তারাও ইউক্রেনকে অস্ত্র জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে অ্যামেরিকা ক্লাস্টার বোম দিতে চাইছে ইউক্রেনকে। কারণ এই বোমা একসঙ্গে অনেককে ঘায়েল করা যায়। ইউক্রেনও এই বোমা পেতে উৎসাহী।

সাম্প্রতিক ন্যাটোর সম্মেলনে জার্মানি ইউক্রেনের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই অস্ত্র কতদিনে দেওয়া যাবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইউক্রেন জানিয়েছেএ, রাশিয়াকে পরাস্ত করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব তাদের আরো অস্ত্র প্রয়োজন।

সাময়িকী

ভারতে তথ্য চুরি হচ্ছে প্রতিদিন

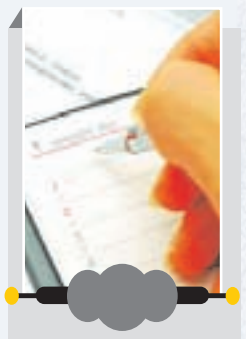

স্যন্তক ঘোষ
কলামিস্ট

নমস্কার! আপনি কি স্যন্তক ঘোষ কথা বলছেন? আপনার কী অমুক ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে? আপনার কী অমুক ব্যাংকে দু'টি লোন চলছে? আমাদের ব্যাংকে আপনি সমস্ত লোন অ্যাকাউন্ট সরিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। তাতে অমুক অমুক সুবিধা হবে। প্রতিদিন অন্তত দুই থেকে তিনটি করে এমন জাংক কল আসে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ফোনে। নম্বর ব্লক করেও লাভ হয় না বিশেষ। অন্য অন্য নম্বর থেকে কল আসতে থাকে। সাধারণত আম ভারতীয় এসমস্ত কলকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। যখন প্রয়োজন হয়, আগ্রহ দেখান। প্রয়োজন না হলে কল কেটে দেন। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেন না, কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ অচেনা সংস্থার হাতে পৌঁছে গেল?কী করে এক অপরিচিত কলার আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, লোন অ্যাকাউন্ট, চাকরি, বয়সের হদিশ পেয়ে গেলেন! দীর্ঘদিন ধরে তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন সুমন সেনগুপ্ত। প্রায় ছয়সাত বছর ধরে আধারের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করছেন। তার বক্তব্য, ভারত সরকার আধার কার্ড চালু করে নাগরিকের তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গ করেছে। বস্তুত, সুমন একা নন, ভারতে আরো বেশ কিছু ব্যক্তি আধার নিয়ে আন্দোলন করছেন। শীর্ষ আদালতে এবিষয়ে মামলাও চলছে। সময় সময় সরকারি কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন, আধার থেকে ব্যক্তির তথ্য ফাঁস হয়েছে।

কীভাবে ঘটছে এই ঘটনা?

সুমনের বক্তব্য, বাধ্যতামূলক না হলেও আধারকার্ডের সঙ্গে সমস্ত অ্যাকাউন্ট লিংক করা এখন ভারতের অঘোষিত নীতি। ফোন থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, গাড়ি থেকে জমি যে কোনো রেজিস্ট্রেশনেই এখন আধারের নম্বর দিতে হয়। অর্থাৎ, আধারের একটি ইউনিক নম্বর থেকেই ব্যক্তির সমস্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব। এই তথ্য এনক্রিপ্টেড হওয়ার কথা। অর্থাৎ, তথ্য গোপন থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে কি তা থাকছে? এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে ভারতে।

রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেও এখন নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বুকিং করতে হয়। কোনো সোসাইটিতে কারও বাড়িতে গেলে সোসাইটির গেটে ছবি তুলে ফোন নম্বর লিখে কমপ্লেক্সের ভিতর ঢুকতে হয়। কুরিয়ার থেকে খাবার ডেলিভারি অ্যাপসর্বত্র নিজের ফোন নম্বর দিতে হয়। সকলেই জানেন, এই ফোন নম্বর বিক্রি হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন সংস্থা অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তির নাম এবং ফোন নম্বর ডেটা সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করে। ডেটা সংস্থা সেই ফোন নম্বর পরীক্ষা করে ব্যক্তির আরো গোপন তথ্য জেনে ফেলছে। যা আধার নম্বরের সঙ্গে লিংক করা। তাহলে কি আধার তথ্য হাতে পেয়ে যাচ্ছে ডেটা সংস্থাগুলি? সরকার এ কথা মানতে চায় না। কিন্তু ডেটা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এঘটনাই ঘটছে।

ভারতের পার্লামেন্টেও এনিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। কিন্তুযত দিন যাচ্ছে, তথ্য চুরির ঘটনা বাড়ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু আধার নয়, ব্যাংক, বীমা সংস্থাগুলি থেকেও তথ্য ফাঁস হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

সম্প্রতি মণিপুরে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আধারের নিয়ম হলো, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো রাজ্যে গিয়ে থাকলে তিনি তার আধারের ঠিকানা বদলে নিতে পারেন। অভিযোগ, মণিপুরের আশ্রয়প্রার্থীদের নাগাল্যান্ডে আধারের ঠিকানা বদলাতে দেওয়া হচ্ছে না।

নাগাল্যান্ডের সরকার প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য খতিয়ে দেখছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ উঠেছিল কর্ণাটকের ভোটের সময়। অভিযোগ ছিল, আধার কার্ড দেখে বেশ কিছু সংখ্যালঘু এলাকায় ভোটার কার্ড বাতিল করা হয়েছে। কোনো অভিযোগই প্রমাণ হয়নি। কিন্তু অভিযোগ উঠছে প্রতিদিনই। সমস্যা হলো, ভারতের সাধারণ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন। অনেকেই মনে করেন, সরকারের কাছে ব্যক্তিগত তথ্য থাকা অন্যায় নয়। তথ্য ফাঁস হওয়া নিয়েও খুব বড় আন্দোলন এখনো গড়ে ওঠেনি ভারতে। ফলে এর সম্পূর্ণ সুযোগ তুলছে ডেটা কোম্পানিগুলি। প্রতিদিন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তির অনুপুঙ্খ তথ্য।

জানা অজানা

জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়ায় আফগান তালেবানকে সতর্ক করলো পাকিস্তান

বেলুচিস্তান ঃ পাকিস্তানের আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী বেলুচিস্তান প্রদেশে বেশ কয়েকটি জঙ্গি গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানি তালেবান, তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান এবং তথাকথিত 'ইসলামিক স্টেট' গ্রুপ। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান শুক্রবার আফগানিস্তান তালেবানদের হুমকি দিয়েছেন, পাকিস্তানে আন্তঃসীমান্ত হামলার পরিকল্পনাকারী জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়া বন্ধ না করলে 'কার্যকর প্রতিক্রিয়া' দেখানোর। জেনারেল আসিম মুনির বলেছেন, পাকিস্তানি তালেবান নামে পরিচিত তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তান 'টিটিপি আফগানিস্তানে নিরাপদ আশ্রয় এবং স্বাধীনতা'' পাচ্ছে, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান। টিটিপি এর আগে বালুচিস্তান প্রদেশে হামলার দায় স্বীকার করেছে। এই অঞ্চলে সক্রিয় অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়েছে তথাকথিত ইসলামিক স্টেট আইএস এবং তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান নামের একটি নবগঠিত গোষ্ঠী। নতুন এই দলটি এ সপ্তাহে একটি হামলায় নয়জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হওয়ার দায় স্বীকার করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, এই ধরনের হামলা সহ্য করা হবে না এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী এর উচিত জবাব দেবে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের করা ২০২০ সালের চুক্তি অনুযায়ী কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। তারা যদি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে এই আক্রমণগুলোর একটি উচিত জবাব দেয়া হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন মুনির। অবশ্য সে প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি সেনাপ্রধান। শুক্রবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দেয়া এই বিবৃতির বিপরীতে কাবুলের তালেবান সরকার তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে টিটিপি বা পাকিস্তানে হামলাকারী অন্য কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যদের আশ্রয় দেয়ার কথা বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে তালেবান।

পাঠকের চিঠি

আসুন, মোবাইল ছেড়ে একটু সংবাদপত্র পড়ি

প্রাত্যহিক সকালে উষ্ণ এক কাপ চা আর সাথে হাতে একখানি পত্রিকা যেন দিনের শুরু । চলমানতাই জীবনের ধর্ম। দেশ বা রাজ্যে,কখনো বা দেশের বাইরে নিত্যদিনে ঘটে চলেছে হাজারো ঘটনা। বৈচিত্র্যের প্রতি স্বাদ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। আর সেই বিচিত্র ঘটনার সম্ভার নিয়ে আজ যেন পত্রিকা হয়ে উঠেছে নিত্য দিনের সঙ্গী। নিত্যদিনে নিউজ আপডেট ও সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন পত্রিকা। শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র একদিকে যেমন জনমত গঠন করে অন্যদিকে অজানা জগতের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটিয়ে দেয়। কতই না বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয় এই সংবাদপত্র। নতুন খবর ও নতুন দিশার পথে পত্রিকার অবদান সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজও একজন নিয়মিত পাঠক হয়ে সকাল হলেই আগ্রহে থাকি পত্রিকার জন্যে। আর এই সংবাদপত্র পাঠের অভ্যেস গড়ে উঠুক এ প্রজন্মের মাঝে। সংবাদপত্র পাঠে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে এক সুস্থ মনের পরিচয় বহন করে। **শংকর সাহা, দঃ দিনাজপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com**

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

মিয়া মানুষ সাফ করে দেবেন বলে একটি রাজ্যের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এটা বলার পর কোনো অঘটন ঘটলে সেটার জন্য তিনি দায়ী হবেন বলে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলের

সরকার পরিকল্পনা করে এইসব করছে বলে অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মিয়া এবং বদরুদ্দিন আজমল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার পর এবার এআইইউডিএফ এর পালা। এক্ষেত্রে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছেন দলটির সুপ্রিমো তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটি রাজ্যের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। মিয়া মানুষ সাফ করে দেবেন বলে একটি রাজ্যের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এটা বলার পর কোনো অঘটন ঘটলে সেটার জন্য তিনি দায়ী হবেন বলে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমল। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন বলেও উল্লেখ করে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বলেন সরকার ষড়যন্ত্র রচনা করে এইসব করছে। রাজ্যে বর্তমান অসমীয়া এবং মিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে ব্যাপক তর্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্যে এখনো বহু কৃষি জমি রয়েছে যেখানে আজও চাষ করা হয়নি। কিন্তু যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যায় কেন চাষ করেনি তারা বলবে কাজ করানোর লোক পাননি। অর্থাৎ তাদের চাষ করার জন্য মিয়া ব্যক্তির প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এর জবাবে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেছিলেন অসমীয়া অর্থাৎ অস অথবা অসম এবং মিয়া। দুটি দুটোর পরিপূরক। অসমীয়া মিয়া ভাই ভাই। মিয়া না থাকলে অসমীয়া অসম্পূর্ণ বলে তাচ্ছিল্য করেছেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ফের বলেছেন অসমীয়া সম্পর্কে বদরুদ্দিন আজমলের কটাক্ষ অসমীয়াদের অপমান হিসেবে নেওয়া উচিত। ফলে আজমলের এই বক্তব্যের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তবে এই প্রতিশোধ কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে নিতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন গুয়াহাটি মহানগরের ৮০ শতাংশ বাস চালক, ৭০ শতাংশ ওলা ওবেরের চালক মিয়া। তবে উজান থেকে ২০০ অসমীয়া যুবক বাস চালকের দায়িত্ব নিলে এবং শাক সবজির ব্যবসা শুরু করলে তিনি মহানগর থেকে মিয়া সাফ করে দেবেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগর থেকে মিয়া সাফ করে দেওয়ার বিষয়টি সরকার ১০০ পরিকল্পনা করে করছে। নির্বাচন এলেই মাড়োয়ারি থেকে টাকা আদায় করে সরকার। এই টাকা আবার ফেরত দিতে হয়। এর জন্য সুদও দিতে হয়। তাই এই পরিকল্পনা। তবে এই শাকসবজি মিয়া ব্যক্তিরা সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া যদি এই ব্যবসায় অসমীয়া যুবকরা আসতে চান তাহলে তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই কাজে অনেক কষ্ট রয়েছে। ফলে তারা এই কাজ করতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেন আজমল। তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগর থেকে মিয়া সাফ করে দেবেন এই ধরনের কথা মুখ্যমন্ত্রী মুখে শোভা পায় না। মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের প্রধান। তার এই ধরনের কথা বলা উচিত ছিল না। এর ফলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত এবং যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেন বদরুদ্দিন আজমল।

এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুসলমান এবং অসমীয়াদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করছেন। মারামারি কিংবা বিভেদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্ট হচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে যদি পরবর্তীকালে কোন ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটার জন্য সরকার দায়ী হবে বলে একপ্রকার হুমকির সুরে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেন তিনি বলেছিলেন অস অর্থাৎ অসম এবং মিয়া মিলিত হলে অসমীয়া হয়। আলাদা আলাদা হওয়ার প্রয়োজন নেই। দুই পক্ষ ভাই ভাই। এক্ষেত্রে তিনি ভাতৃত্ববোধ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেছেন বলে উল্লেখ করে বদরুদ্দিন আজমল বলেন মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে ভাগ ভাগ করার চেষ্টা করছেন। যদি এই বিষয় নিয়ে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবেন বলে ফের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে মিত্রজোট গঠন সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন সারা দেশ জুড়ে নতুন একটি মিত্রজোট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে সেটাতে এআইইউডিএফ রয়েছে। অসমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মিত্রজোটের ব্যাপক সমালোচনা করে তিনি বলেন এখানে থাকা দলগুলোতে আদৌ রাজনৈতিক দলের চরিত্র নেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে অখিল গগৈ কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলেন। লুরিনজ্যোতি গগৈর জন্য কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ক্ষমতা নেই বলে দৃঢ় সুরে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে মুসলমানদের নীরব থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলের

নিষিদ্ধ মাংস নিয়ে কোন ধরনের মন্তব্য না করার জন্য এআইইউডিএফ সুপ্রিমোকে সতর্কতা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে সারা দেশ জুড়ে নানা আলোচনা সমালোচনা তর্ক বিতর্ক অব্যাহত থাকার মধ্যে অসমে এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সমানভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন এই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরব থাকার জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে পরবর্তীকালে সারা দেশ জুড়ে যেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটার মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতা হারাবেন বলে আগাম ভবিষ্যত্বাণী করলেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল।

উল্লেখ্য বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং বহুবিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিবাদ শুধুমাত্র এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতারা করছেন। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বদরুদ্দিন আজমল বলেছিলেন যদি সবাই সমান তাহলে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই শাড়ি পরা উচিত। পরের বছর দুপক্ষই লুঙ্গি পরা উচিত। আজ মুসলমানরা দাড়ি রাখছেন। একইভাবে হিন্দুদেরও পরের বছর দাড়ি রাখা উচিত বলে কটাক্ষ করেছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি। কিন্তু এরপর তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বদরুদ্দিন আজমলকে নিষিদ্ধ মাংস নিয়ে কোন ধরনের মন্তব্য না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাঁও এ শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন মাংস খাওয়া নিয়ে বিতর্কমূলক কিছু বলেননি তিনি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অনুযায়ী সবাই সবকিছু করতে পারবে। দুই পক্ষই মাংস খেতে পারবে। আজ মুসলমানদের ইচ্ছা মাংস খাবে পরদিন হিন্দুদের ইচ্ছে গেলে তারাও মাংস খাবেন। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। মুসলমানরা যা মাংস খাবে সেটা হিন্দুরা খাবে এবং হিন্দুরা যেটা খাবে সেটা মুসলমানরা খাবে। এটাই ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এই আইন অনুযায়ী যদি মহিলারা আজ পায়জামা পরিধান করেছেন পরদিন পুরুষরা সেটা পরবেন। একইভাবে পুরুষরা যেটা পরবেন সেটা কাল মহিলারা পরতে পারবেন। এখানে সবাই এক বরাবর। নারী·পুরুষ বলে আলাদা কথা নেই। নারী·পুরুষের মধ্যে ভেদ ভাব শেষ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আজমল বলেন আগামী জন্মে সন্তান কিভাবে জন্ম নেবে সেটার একটা ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে দিলে ভালো হতো। অর্থাৎ এবার থেকে পুরুষরাও সন্তান জন্ম দেবেন এবং মহিলারাও দেবেন। এটাই প্রধানমন্ত্রীর বিচার হবে। তিনি বলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে মুসলমানদের নীরব থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছ। তাছাড়া মুসলমানদের একটি ধর্ম এক আল্লাহ, এক নবী এক কুরআন বলে উল্লেখ করে আজমল বলেন হিন্দুদের হাজার হাজার জাতপাত রয়েছে। উত্তরে এক ব্যবস্থা তো দক্ষিণে অপর ব্যবস্থা। উত্তর পূর্ব এলে ফের অন্য ব্যবস্থা। তবে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মনিপুর, মেঘালয় ইতিমধ্যে এই ইউসিসির প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। ফলে এটা কোথায় বলব করবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন মুসলমানদের এক্ষেত্রে একদম চুপচাপ থাকতে হবে। এই বিষয় নিয়ে যখন সারা ভারতবর্ষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে সেই বাহানায় নরেন্দ্র মোদি সরকার এই দেশ থেকে বিদায় হবে বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

অন্যদিকে বদরুদ্দিন আজমলের বক্তব্য ঘিরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন মানুষ না খাওয়া মাংস হিন্দুরা খায় না। তারা খাওয়া মাংস প্রত্যেকে সেটা খান না। অন্য দিকে এআইইউডিএফ, কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা সংবিধানের কথা বলেন এবং বিজেপি নেতারা কিছু বললে সেটা সংবিধানে নেই বলে হৈচৈ করেন। কিন্তু সংবিধানে গোহত্যা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। বদরুদ্দিন আজমল যদি গো মাংসের কথা উল্লেখ করেছেন সে ক্ষেত্রে তার তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন এই বিষয় নিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তিনি বলেন আজমল যদি মুরগির মাংস খান তাহলে হিন্দুরা সেটা খাবে। একইভাবে ছাগলের মাংস কিংবা শুকরের মাংসের ক্ষেত্রেও কোন ধরনের অসুবিধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি তিনি অযথা এবং উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেন তাহলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না। হিন্দুরা না খাওয়া মাংসের কথা যদি তিনি বলেন সেটার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হবে বলে সরাসরি ভাবে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রীর পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন সংবিধানের না থাকার কথা যদি আজমল বলেন সেটা মেনে নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

আইন শৃংখলা নিয়ে সিরিয়াস নয় মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তৃনমূল, গুলি করা হয়েছে জেলা সভাপতিকে লক্ষ্য করে জলপাইগুড়িতে বললেন দিলীপ ঘোষ

জলপাইগুড়ি ঃবেলডাঙায় বোমা বন্দুক মজুত করা হয়েছে, জেলা সভাপতির ওপর হামলা পরিকল্পিত, শেষ দিনের ভোট প্রচারে জলপাইগুড়িতে এসে এমনটাই বললেন, দীলিপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে জলপাইগুড়িতে আসেন বিজেপি দলের সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপ বাবু, বলেন আইন শৃংখলা নিয়ে সিরিয়াস নয় মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল চেষ্টা করছেন, গোটা রাজ্য জুড়ে তৃনমূল সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, রোজ দিন বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং নেতাদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা করা হচ্ছে, গতকাল জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর ওপর গুলি চালানো হয়, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বাপি গোস্বামী

ফুলবাড়ী কাঞ্চনবাড়ী এলাকায় ১৯২৯৫ অংশের বুথ অফিসে ভাংচুরের অভিযোগ

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ি কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় ১৯২৯৫ পার্টের বিজেপির বুথ অফিসে ভাঙ্গচুর চালানোর অভিযোগ। ছিড়ে দেওয়া হয় বিজেপির ঝান্ডা, পোস্টার ইত্যাদি। নাম না নিলেও তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুললো বিজেপি নেতৃত্বরা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে। শুক্রবার সকালে বিজেপি নেতৃত্বরা ওই এলাকায় পৌঁছলে তারা বুথ অফিসের এই পরিস্থিতি দেখতে পায়। এই নিয়ে পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছে বঙ্খগু।

এবার রাজ্যের মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌ চুক্তি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বর্তমান সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন শিক্ষানুষ্ঠান গুলোর প্রতিটি কাজ প্রত্যেকের জানা উচিত। বর্তমান এমন চলছে মে কোন বিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কি করছে সেটা কেউ বলতে পারেন না। ফলে শিক্ষানুষ্ঠান গুলোকে সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হতে হবে। তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া কোন আদেশ এখন থেকে হাতে হাতে দেওয়া হবে না। যাবতীয় ব্যবস্থা ইমেইল কিংবা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় চলবে। মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে একাউঃট থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত শুক্রবার গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকর দেব কলাক্ষেত্রের শ্রী শ্রী মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় (এমজিএএইচভি) এর মধ্যে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস অসম স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই পক্ষ বর্তমান অসম টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের চত্বরে অস্থায়ীভাবে শিক্ষা অনুষ্ঠানটি কাজকর্ম পরিচালনা করার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রচার প্রসার তথা গবেষণার সুব্যবস্থার প্রয়াস করবে। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন সফল হওয়াকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যরা যাতে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারে সেটার জন্য এক আদর্শ গড়ে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন নাক এর মূল্যায়নে রাজ্যের যে মহাবিদ্যালয় গুলো পিছিয়ে রয়েছে সেই শিক্ষানুষ্ঠান গুলো তাদের ঋণাত্মক দিকের

ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন প্রতিটি মহাবিদ্যালয় ৩০০০ ছাত্রছাত্রীর নাম ভর্তির সংখ্যা লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে ডাটা এনালাইসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন এবং সফলতার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের কমন ডেটাবেজ এবং ইউনিক রোল নাম্বার অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়কে সামর্থ পোর্টেলে ছাত্রছাত্রীদের নাম ভর্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন প্রত্যেকের ভাল কাজ কর্ম অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে প্রতিটি মহাবিদ্যালয় করে থাকা তাদের কাজকর্ম গুলো সামাজিক মাধ্যমের দ্বারা সাধারণ জনতাকে অবগত করাতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। অন্যদিকে এই মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজনীশ কুমার শুক্লা বলেন এমজিএএইচভি এর অসম ক্যাম্পাসে রাজ্যে অসমের মাধ্যমে গণসংযোগের পাঠক্রম শুরু করা হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাষা প্রযুক্তি বিভাগ অসমীয়া সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইংটেলিজেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে এ অনুষ্ঠানের পরেই একই স্থানে উচ্চশিক্ষা বিভাগের দ্বারা আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান এর অধীনে তহবিলের প্রস্তাবের প্রস্তুতির জন্য সজাগতা সভা আয়োজন করা হয়েছে। এই সজাগতা সভায় রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ এবং প্রবক্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই দুটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত, উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ন কোওর, কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালক ধ্রুবজ্যোতি বরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপি সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতিকে মূল ইস্যু হিসেবে নিতে চাইছে বলে অভিযোগ অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার

বদরুদ্দিন আজমলকে রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতিকে মূল ইস্যু হিসেবে নিতে চাইছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন যতই লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে ততই মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সম্মিলিতভাবে অসমে সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতি তুঙ্গে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন একদিকে আজমল মিয়া অসমীয়ার নতুন সংজ্ঞা রূপায়ন করেছেন। অন্যদিকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উজান অসমের যুবকদের মিয়াকে নিঃশেষ করার জন্য বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজেপি সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, বন্যা, খরা, ভাঙ্গন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, চা শ্রমিকদের বৃদ্ধি করতে পারছে না। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবের হয়ে পড়েছে। রাজধন শূন্য হওয়ার পথে। ঋণ নিয়ে এই সরকার চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এরপরেও বিদেশি বিতারণ, কালো টাকা ফিরিয়ে আনা, বেকারদের কর্মসংস্থাপন সহ যে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা রূপায়নে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি বলেন এই সরকারের ব্যর্থতা গুলোর বিষয়ে যাতে নির্বাচনের সময় সাধারণ জনতা আলোচনা কিংবা সমালোচনা করার সুযোগ না পান সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য বিজেপি সরকার আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতিকে মূল ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে। বদরুদ্দিন আজমলকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন সে কথা এখন আর গোপন হিসাবে থাকেনি বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বদরুদ্দিন আজমল কেন এইভাবে উস্কানো মূলক বক্তব্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করছেন সেই কথা উপলব্ধি করার জন্য সচেতন সাধারণ জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিভাজন মুখী সম্প্রদায়িক রাজনীতির আশ্রয় নেওয়া বিজেপি এবং এআইইউডিএফ এর কুঅভিসন্ধির বিষয়ে সচেতন আম জনতা উপলব্ধি করতে পারলেই এই সরকারের ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় হিসেবে স্থান পাবে এবং তখনই এই সরকার বিস্কুট থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

অল্পের জন্য গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন মেসি

মায়ামি (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফ্লোরিডায় মাত্রই থাকতে শুরু করেছেন লিওনেল মেসি। এখনো যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইংটার মায়ামিতে তাঁর বরণ অনুষ্ঠান হয়নি। আগামীকাল সমর্থকদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে পরিচয় করিয়ে দেবে ক্লাবটি। এর আগেই বড় এক দুর্ঘটনায় পড়তে বসেছিলেন মেসি। ফ্লোরিডার রাস্তায় তাঁর গাড়ি ট্রাফিক সংকেত বুঝতে পারেনি। লাল বাতি জ্বলে ওঠার পরও না থেমে এগিয়ে গিয়েছিল সামনে। সামনের রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি আসছিল। ভাগ্য ভালো যে সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকা গাড়িগুলো ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে। সেই গাড়িগুলো গতি কমিয়ে দেওয়ায় বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান মেসি। এটা জানা যায়নি যে সেই সময় গাড়িটি কি মেসি নিজেই চালাচ্ছিলেন কি না। ঘটনার পর ফোর্ট লডারডেলের পুলিশ মেসির গাড়ি পাহারা দিয়ে তাঁর আবাসস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। ইংটার মায়ামির হয়ে মেসির অভিষেক হবে ২১ জুলাই। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে মেসির সেই অভিষেক ম্যাচ ঘিরে ইংটার মায়ামির সমর্থকদের বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা আছে। ভাগ্যিস, এর আগে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি!

সব সময় পাশে থাকায় তাসকিনকে ধন্যবাদ শরীফুলের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ কথাটা শরীফুল বলেছেন বিসিবির ভিডিও বার্তায়। প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের সুযোগ বাংলাদেশের সামনে। সেই সুযোগ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ যে কতটা মুখিয়ে আছে, তা বোঝা যাবে শরীফুলের সেই কথায়, 'আমরা তাদের চোখে চোখ রেখে খেলব।' হাসিখুশি শরীফুলের এমন আত্মবিশ্বাসী কথাতেই বাংলাদেশ দলের এখনকার মানসিকতাও কিছুটা বোঝা যায়। প্রতিপক্ষ যে দলই হোক, ২০ ওভারের ক্রিকেটে ছোটবড় পার্থক্য করা কিছুটা কঠিন। এই সংস্করণে দলগুলোর ব্যবধান এমনিতেই কমে আসে। এখানে র‍্যাঙ্কিংয়ে কোন দল এগিয়ে, কারা পিছিয়ে, সেটা খুব একটা হিসাবের মধ্যে পড়ে না। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা সামনে রেখে শরীফুলই মনে করিয়ে দিলেন সেই কথা, 'আসলে র‍্যাঙ্কিং তো এখন ম্যাটার করে না। ১২০ বলের এই খেলা বলা যায় না কখন কার দিকে চলে যায়। আফগানিস্তান যতই র‍্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ওপর থাকুক না কেন, আমরাও লড়াই করতে নামব। তাদের চোখে চোখ রেখে চেষ্টা করব, দেখা যাক কী হয়।' আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জয়সূচক রানটা এসেছে শরীফুলের ব্যাট থেকে। বল হাতেও আফগানিস্তানের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম জাদরানকে তিনিই আউট করেছেন। এর আগে শরীফুলের হাত ধরেই এসেছে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচের জয়। সেদিন ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করে ২১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে অভিষেকের পর থেকেই ব্যাকআপ বোলার হিসেবে খেলে আসা শরীফুল এখন একাদশে নিয়মিত হতে শুরু করেছেন। মাঝে চোটের সঙ্গেও লড়তে হয়েছে তাঁকে। আজ সে সময়ের কথা এল তাঁর কথায়ও, 'যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করি, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো যাচ্ছিল। মাঝখানে ইনজুরিতে একটু ছন্দহীন ছিলাম। চোট থেকে ফেরার পর কঠিন পরিশ্রম শুরু করি। হাথুরু স্যার এসে আমাকে কিছু কাজ দিলেন, আর তাসকিন ভাই আমাকে খুব সাহায্য করছেন।' শরীফুলের ক্যারিয়ারে তাসকিন আহমেদের প্রভাবটা কতটা, তা বোঝা যায় পরের কথায়, 'খারাপ সময়ে কী কী করা লাগে, সেটা তিনি আমাকে বলেছেন। ভালো সময়ে কী করতে হয়, সেটাও বলেছেন। সাপ্লিমেন্টস থেকে শুরু করে কোন জিনিসটা খেলে শরীরের জন্য ভালো হবে, এসবও তিনি জানিয়েছেন। আমরা একসঙ্গে জিমে গেলে কিংবা সুইমিংয়ে গেলে তিনি আমাকে অনেক পরামর্শ দেন। তাসকিন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' তাসকিনের মতো নিজের ব্যাটিং নিয়েও কাজ করছেন শরীফুল। শুধু শরীফুল নন, দলের অন্য পেসাররাও নেট সেশনে নিজেদের ব্যাটিংয়ের জন্য সময় বের করছেন। ব্যাটিংয়ে পেসারদের এই মনোযোগী হওয়ার কথাও বললেন শরীফুল, 'আমরা পেস বোলাররা সবাই নেটে ব্যাটিং করছি। বিশেষ করে তাসকিন ভাই এখন খুব ভালো ব্যাটিং করেন। তিনি একসময় আমাদের মতোই ছিলেন। এখন দেখি যে উনি একজন ব্যাটারের মতোই ব্যাটিং করেন। ওটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা পেস বোলাররা প্রতিনিয়ত ব্যাটিং করছি।'

রেকর্ড দামে আর্সেনালে রাইস

লন্ডন ঃ গুঞ্জনটা অনেক দিন ধরেই চলছিল। এবার ঘোষণাও এল। ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ছেড়ে আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন ডেকলান রাইস। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি।

এক বিবৃতিতে আর্সেনাল লিখেছে, 'ইংল্যান্ড জাতীয় দলের খেলোয়াড় ডেকলান রাইস ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ছেড়ে আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছেন। ২৪ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার এখনই বেশ অভিজ্ঞতা। তিনি ওয়েস্ট হাম মূল দলের হয়ে ২৪৫ ও ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৩ ম্যাচ খেলেছেন। ডেকলান (রাইস) আর্সেনালের হয়ে ৪১ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন। ক্লাবের সবাই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে।'

রাইস কত টাকার বিনিময়ে আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন, বিবৃতিতে সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। তবে স্কাই স্পোর্টস, দ্য গার্ডিয়ান, মিররসহ বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ১২ কোটি ২২ লাখ ইউরোয় (১ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা) তাঁকে নিয়ে আসছে আর্সেনাল। বোনাসসহ ওয়েস্ট হামকে আরও ৫৮ লাখ ইউরো (৭০ কোটি টাকা) দিতে চেয়েছে গানাররা।

এর মানে, রাইসই এখন ব্রিটিশ ফুটবলে দলবদল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়। তিনি পেছনে ফেলেছেন এনজো ফার্নান্দেজকে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে গত শীতকালীন দলবদলে ১২ কোটি ১০ লাখ ইউরোয় (১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা) বেনফিকা থেকে নিয়ে এসেছে চেলসি।

আজ স্বাস্থ্যপরীক্ষা শেষে রাইসের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে আর্সেনাল। ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এই মিডফিল্ডার। চুক্তি নবায়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। চুক্তিপত্রে সইয়ের সময় রাইসের পাশে ছিলেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা ও ক্রীড়া পরিচালক এদু।

রাইসকে ওয়েস্ট হামের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে অনেক দিন হলো উঠেপড়ে লেগে ছিল আর্সেনাল। তবে দলবদলের ফি পরিশোধে কিস্তির সময়সীমা নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় রাইসকে আনার প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল। ওয়েস্ট হাম চেয়েছিল দলবদলের অর্থ তিন কিস্তিতে পরিশোধ করুক আর্সেনাল। এ জন্য তারা সময় দিতে চেয়েছিল দেড় বছর। কিন্তু আর্সেনাল চেয়েছিল চার বছর। শেষ পর্যন্ত ক্লাব দুটি সমঝোতায় পৌঁছেছে।

এর আগে ওয়েস্ট হাম তাদের বিবৃতিতে লিখেছে, 'দলবদলে ব্রিটিশ রেকর্ড গড়ে ক্লাব ছাড়ার ব্যাপারে ডেকলান রাইসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এখানে তাঁর শেষটা গৌরবোজ্জ্বল হয়েছে। গত মাসে তিনি প্রাগে উয়েফা কনফারেন্স লিগ জিতেছেন। ক্লাবের ৪৩ বছরের বড় শিরোপার অপেক্ষা ফুরিয়েছেন।'

রাইসের ওয়েস্ট হাম ছাড়া নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ক্লাবটির যুগ্মচেয়ারম্যান ডেভিড সুল্লিভান। বলেছেন, 'ডেকলানকে (রাইস) আমাদের ছেড়ে চলে যেতে দেখে কষ্ট হচ্ছে। চ্যাডওয়েল হিথ (ওয়েস্ট হামের একাডেমি) থেকে ওর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন সে ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে দামি তরুণ খেলোয়াড়। ওকে নিয়ে ওয়েস্ট হামের সবার গর্ব হওয়া উচিত।'

রাইসের পুরো ক্যারিয়ার লন্ডনেই কেটেছে। যুব দলের হয়ে খেলেছেন পশ্চিম লন্ডনের ক্লাব চেলসিতে। ২০১৪ সালে চেলসি থেকে যোগ দেন ওয়েস্ট হামে। পূর্ব লন্ডনের ক্লাবটির মূল দলে জায়গা পান ২০১৭ সালে। সব মিলিয়ে ওয়েস্ট হামে প্রায় ৯ বছর কাটিয়েছেন রাইস। তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার কনফারেন্স লিগ জিতেছে পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটি। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে গেলেন উত্তর লন্ডনের ক্লাব আর্সেনালে।

জাবির পারলেন না, ভন্দ্রুসোভার ইতিহাস

প্যারিস ঃ কী অদ্ভুত মিল নিয়েই না এবারের উইম্বলডনের নারী এককের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন উনস জাবির ও মারকেতা ভন্দ্রুসোভা! দুজনেই ম্যাচটি খেলতে নেমেছেন টেনিসের মেজর টুর্নামেন্টের ফাইনালে ০-২ রেকর্ড নিয়ে। জাবির গত বছরই হেরেছেন দুটি ফাইনাল। আর ভন্দ্রুসোভা ২০১৯ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেনের পর হেরেছেন ২০২১ অলিম্পিকের ফাইনালে।

দুজনকেই হাতছানি দিচ্ছিল ইতিহাস জাবিরের সামনে হাতছানি ছিল আরব ও আফ্রিকার প্রথম নারী হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের। আর ভন্দ্রুসোভার সামনে ছিল টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম নারী অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডন জয়ের।

শেষ পর্যন্ত জাবির পারেননি, তাঁকে হারিয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন ভন্দ্রুসোভা। আজ অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে জাবিরকে ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়ে উইম্বলডনের শিরোপা জিতেছেন ভন্দ্রুসোভা।

গত বছর জাবির উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও আটকে গিয়েছিলেন ইয়েলেনা রিবাকিনায়। এরপর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনের ফাইনালে হেরেছিলেন ইগা সিওনতেকের কাছে। এবার ফেবারিট হিসেবে ফাইনাল খেলতে নামলেও ভন্দ্রুসোভার কাছে সরাসরি সেটে হেরে দুঃখটা যেন আরও বাড়ল জাবিরের।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ভালো করেন জাবিরই। প্রথম সেটে ২-১ গোলে এগিয়েও যান। কিন্তু ফেবারিট হিসেবে খেলতে নামার চাপটা হয়তো নিতে পারেননি। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ম্যাচে ফেরেন ভন্দ্রুসোভা। চড়াইউতরাইয়ের প্রথম সেটটা জেতেন ৬-৪-এ। প্রথম সেটটা যেখানে জিতেছেন, দ্বিতীয় সেটটা যেন সেখান থেকেই শুরু করেন ভন্দ্রুসোভা। প্রথম পয়েন্ট পান তিনিই। তবে পিছিয়ে পড়লেও ম্যাচে ফিরেছিলেন জাবির। একটা সময়ে ৪-৪-এ সমতায় ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেননি।

বলিউডের সিনেমা আজও কেন 'পুরুষতান্ত্রিক' আর 'সেকেলে' রয়ে গেছে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের বিপুলভাবে জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা শিল্প - যাকে বলা হয় বলিউড - একে প্রায়ই বর্ণনা করা হয় 'পুরুষদের জগৎ' হিসেবে। এ নিয়ে বহুকাল ধরেই কথা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি নতুন এক জরিপে বের হয়ে এসেছে যে মুম্বাইয়ের এই সিনেমার জগতে - তা সে রূপালী পর্দায়ই হোক আর পর্দার পেছনেই হোক - জেন্ডার সমতা কত নগণ্য।

অন্তত ২১০ কোটি ডলার মূল্যমানের এই শিল্প থেকে প্রতি বছর শত শত ফিল্ম তৈরি হচ্ছে, আর এর বিপুলসংখ্যক ভক্ত আছেন সারা পৃথিবীর প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে।

এসব চলচ্চিত্র ও এর তারকারা তাদের ভক্তদের মনোজগতে যে প্রভাব বিস্তার করেছেন তা 'বিপুল' বললে মোটেও অতিশয়োক্তি হবে না।

কিন্তু বছরের পর বছর ধরে বলিউডের অনেক ছবির বিরুদ্ধে এ সমালোচনা হচ্ছে যে এগুলো সেকেলে মূল্যবোধের এবং এগুলো সমাজে নারীবিদ্বেষী মানসিকতা ও জেণ্ডার পক্ষপাত বা বৈষম্যের প্রসার ঘটাচ্ছে।

এ ধরনের জরিপ ভারতে এটাই প্রথম। গবেষণাটি করেছে মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস বা টিআইএসএস।

হিন্দি সিনেমায় পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা কত গভীরভাবে জেঁকে বসে আছে - সেটাই পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে।

তারা বেছে নিয়েছেন ২০১৯ সালের সবচেয়ে বেশি বক্সঅফিস সফল ২৫টি ছবি, এবং ২০১২ থেকে শুরু করে ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে মুক্তি পাওয়া ১০টি নারীকেন্দ্রিক ছবিকে। এই সময়কালটি বেছে নেয়া হয়েছে এটাই দেখার জন্য যে ২০১২ সালে দিল্লিতে একজন ছাত্রীর গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর মুম্বাইয়ের ছবির বর্ণনাত্মক রীতিতে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা।

দিল্লিও একটি বাসে ওই ছাত্রীর গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল এবং নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবিলায় নতুন ও কঠোর কিছু আইন করা হয়েছিল।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত হিট ছবিগুলোর মধ্যে ছিল কবির সিং, মিশন মঙ্গল, দেবাঙ্গ থ্রি, হাউজফুল ফোর, ও আর্টিকেল ফিফটিন। নারীকেন্দ্রিক ছবিগুলোর মধ্যে ছিল রাজী, কুইন, লিপস্টিক আন্ডার মাই বুরখা, ও মার্গারিটা উইথ এ স্ট্র।

গবেষকরা এসব ছবির প্রায় ২,০০০ পর্দায় উপস্থিত চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন - তাদের যে ধরনের পেশা বা বৃত্তিকে অভিনেতারা চিত্রায়িত করেছেন তা দেখেছেন।

তা ছাড়া তারা কয়েকটি মানদণ্ডের নিরিখে এসব ছবিকে বিশ্লেষণ করেছেন - যেমন, এগুলোতে চরিত্রগুলোকে যৌনতার দিক থেকে কী ধরনের ছকে ফেলা হয়েছে, এবং সম্মতি, ঘনিষ্ঠতা ও হয়রানির বিষয়গুলো কিভাবে এসেছে।

এলজিবিটিকিউ প্লাস চরিত্র, বা প্রতিবন্ধী চরিত্র কতগুলো এসেছে তা তারা গুণেছেন, তারা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা দেখেছেন। এসব ছবিতে পর্দায় উপস্থিতির বাইরে কতজন নারী কাজ করেছেন তাও পরীক্ষা করেছেন তারা।

এর পর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নারীকেন্দ্রিক ছবিগুলো কিছুটা আশার আলো দেখালেও - বক্সঅফিস হিট ছবিগুলো এখনো পুরুষতান্ত্রিক (সেক্সিস্ট) ও পশ্চাত্মুখী মূল্যবোধ প্রতিফলিত করছে। আর নারী ও কুইয়ারদের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই হতাশাজনক।

উদাহরণ হিসেবে তারা দেখাচ্ছেন যে তাদের বিশ্লেষিত ছবিগুলোতে ৭২ শতাংশ চরিত্রই রূপায়ন করেছেন পুরুষরা, ২৬ শতাংশ করেছেন নারীরা এবং কুইয়ার অভিনয়শিল্পীরা করেছেন মাত্র ২ শতাংশ।

এ জরিপ প্রকল্পের প্রধান অধ্যাপক লক্ষ্মী লিঙ্গম বলছেন, বলিউডে বড় অংকের টাকা মানেই ক্ষমতাশালী পুরুষ এবং পরিচালকরা বলেন খুব বেশি শক্তিশালী নারী চরিত্র দর্শকদের মনে কাজ করবে না। বিবিসিকে তিনি বলেন, ভিন্ন কিছু করার প্রবণতা খুবই কম কারণ মানুষের মনে একটি গল্প বা বর্ণনারীতির ধারণা সব সময়ই পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ দিয়ে তৈরি। নির্মাতারা বিশ্বাস করে যে এটাই তাদেরকে টাকাপয়সা এনে দিতে পারবে।

একারণে তারা সব সময়ই ফরমূলার বাইরে বেরোয় না - বলেন এই অধ্যাপক।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে হবে একজন উচ্চবর্ণের পুরুষকে, প্রধান নারী চরিত্রটিকে হতে হবে ক্ষীণাঙ্গী এবং সুন্দরী। তার মধ্যে থাকতে হবে ব্রীড়া এবং লাজুক ভাব - আর তাকে সম্মতি জানাতে হবে কথায় নয়, চোখমুখের ইঙ্গিত দিয়ে। অবশ্য তাতে শরীর দেখানো যৌন উত্তেজক পোশাক পরতে হবে, আর অন্তত এতটুকু আধুনিক হতে হবে যাতে তার বিয়ের আগে একটি প্রেমের সম্পর্ক হতে পারে - যা আবার সামাজিক রীতির বিরোধী।

পর্দায় যেসব চাকরিবাকরি দেখানো হয় তা কল্পিত হয় সংকীর্ণ লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে - বলছিলেন অধ্যাপক লিঙ্গম ।

তবে এসব ছবিতে ৪২ শতাংশ প্রধান নারী চরিত্রকেই চাকরিরত দেখা গেছে। এই হার যদিও ভারতের প্রকৃত নারী কর্মসংস্থানের অনুপাত ২৫.১-এর চেয়ে বেশি কিন্তু হিন্দি সিনেমার নারীরা যে ধরনের চাকরি করেন তা একেবারেই ছকে বাঁধা।

পুরুষ চরিত্রদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনকেই দেখা যায় তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভুমিকায় আছেন। তারা সেনা কর্মকর্তা,পুলিশ, রাজনীতিবিদ এবং অপরাধ চক্রের প্রধানের মত চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর নারীরা প্রধানত ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক বা সাংবাদিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকায় আছেন প্রতি ১০টির মধ্যে একটি চরিত্রে।

জরিপে দেখা যায়, এলজিবিটিকিউপ্লাস চরিত্র যে ভাবে তুলে ধরা হয় তাতে গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

তাদের কখনোই সিদ্ধান্তগ্রহণকারী চরিত্রে দেখা যায় না এবং প্রায়ই তারা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক ঠাট্টামশকরার বিষয়বস্তু। প্রতিবন্ধী চরিত্রদের অবস্থাও তাই। তাদের দেখা যায় মাত্র ০.৫ চরিত্রে এবং তাদের ব্যবহার করা হয় সমবেদনা জাগাতে বা দর্শকদের হাসানোর জন্য। অধ্যাপক লিঙ্গম বলেন, চলচ্চিত্রকাররা বলে থাকেন যে তারা বাস্তবতা দেখাচ্ছেন কিন্তু বাস্তবতার আরো অনেক দিক আছে যা তারা দেখান না। এটাকে বৈধতা দেবার জন্য তারা বাস্তবতা ও কল্পনার জগতে আসাযাওয়া করতে থাকেন।

তার মতে, এ শিল্পে নারী ও কুইয়ার জেন্ডারকে যেভাবে তুলে ধরা হয় তা অবশ্যই বদলাতে হবে কারণ সিনেমায় আমরা যা দেখি তা বাস্তব জীবনকেও প্রভাবিত করে।

ভারতে পরিবার ও স্কুলগুলো খুব কম সময়ই যৌন শিক্ষা বা সম্মতির বিষয়টি নিয়ে কথা বলে থাকে। এসব বিষয়ে আমাদের সাড়া মূলত বই ও সিনেমা দিয়েই প্রভাবিত হয়ে থাকে - বলছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, এটা একটা সমস্যা - কারণ কবির সিংএর মত ছবিগুলোতে দেখানো হচ্ছে যে পুরুষ প্রধান চরিত্রটি নায়িকাকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার পিছু নিচ্ছে এবং তাকে হয়রানি করছে।

এর ফলে বিষাক্ত পুরুষসুলভ আচরণকেও স্বাভাবিক বলে তুলে ধরা হচ্ছে, বলেন অধ্যাপক লক্ষ্মী লিঙ্গম - ফলে বাস্তবে যখন রাস্তায় একজন নারীর পিছু নেয়া হয় বা হয়রানি করা হয়, তখন সবাই বলে যে এরকমটা হয়েই থাকে। এটাকে ঠেকানোর চেষ্টাও খুবই বিরল। অধ্যাপক লক্ষ্মী লিঙ্গম বলছেন, কিছু ছবি অবশ্য এই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

যেমন মিশন মঙ্গল নামের ছবিতে বিদ্যা বালান একজন রকেট বিজ্ঞানীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যিনি 'কাজে বেশি সময় ব্যয় করা এবং সন্তানদের উপেক্ষা করার জন্য' তার স্বামীর তিরস্কারের শিকার হচ্ছেন। তখন তিনি পাল্টা জবাব দিচ্ছেন এই বলে যে - সন্তানদের দেখাশোনা কি স্বামীরও দায়িত্ব নয়?

নারী চরিত্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতাধর নারী চরিত্র আছে এমন ছবির মধ্যে কুইন এ্যান্ড লিপস্টিকও একটি। তবে এ ধরনের ছবির সংখ্যা খুব কম। অধ্যাপক লিঙ্গম বলছেন, ভিজুয়াল মিডিয়া অনেক নতুন কাহিনিকে সামাজিক আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলতে পারে, তবে পরিবর্তন রাতারাতি হয় না। কিন্তু একসময় এ পরিবর্তন ঘটবেই - বলেন তিনি। কোভিড১৯ মহামারি এবং লকডাউন এর মধ্যেই সামনে এগুনোর নতুন পথ দেখিয়েছে। তিনি বলছেন, সমাজে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে এবং লোকের বানানো ভিন্ন ধরনের কনটেন্টে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অনেক ইন্টারেস্টিং কনটেন্ট আছে এবং সেগুলো ভালো করছে - বলেন তিনি। অন্যদিকে বলিউড ফরমূলা আর কাজ করছে না।

সালমান খান বা অক্ষয় কুমারের মত বড় তারকা নিয়ে করা পুরুষপ্রধান ভায়োলেন্স মার্কা ছবিগুলো ভালো করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম শাহরুখ খানের পাঠান।

অধ্যাপক লক্ষ্মী লিঙ্গমের মতে বলিউড শিল্পে এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

তার মতে, সাধারণত ভাবা হয় যে দর্শকদের বেশির ভাগই পুরুষ তাই তাদের কথা ভেবেই ছবি তৈরি হয়, কিন্তু সিনেমায় বহুধাবৈচিত্র্য থাকা দরকার।

বলিউডের দৃষ্টিভঙ্গী এত পুরুষতান্ত্রিক হবার একটা কারণ হচ্ছে এখানে পর্দার পেছনে কাজ করেন খুব কম সংখ্যক নারী। নারী চলচ্চিত্রকারের সংখ্যা আরো কম - বলছেন অধ্যাপক লিঙ্গম।

টিআইএসএস-এর জরিপে দেখা যায়, বলিউড ছবির ক্রুদের মধ্যে ২৬,৩০০ পুরুষ এবং মাত্র ৪,১০০ জন নারী।

চলচ্চিত্র যদি ব্যাপকভিত্তিক দর্শকের জন্য তৈরি হয়, পর্দার পেছনের কর্মীদের মধ্যে যদি ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকে তাহলে সিনেমার গল্পেও আসবে বৈচিত্র্য বলেন তিনি।

টুকরো খবর

রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা নিয়ে আসা জাহাজের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা নিয়ে আসা লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি পানাগিয়া কানালাকে আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত, মোংলা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জাহাজটিকে এনওসি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩১ হাজার টন কয়লা নিয়ে মোংলার বহির্নোঙ্গর হাড়বাড়িয়া১১ তে পৌঁছায় লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটি। ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা নিয়ে মোংলা সমুদ্রবন্দরে আসে এমভি পানাগিয়া কানালা। এর আগে, ১২ জুলাই জাহাজটির বিরুদ্ধে ২ কোটি ৯৯ লাখ ৪৫ হাজার ১৮২ দশমিক ৬৬ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

চায়নার সিসিএক্স শিপিং কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধি মো. আবুল হাসান এ মামলা দায়ের করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী জাহাজটি আটকের আদেশ দেন। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডেপুটি হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি পানাগিয়া কানালাকে আটকের আদেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো জানান, পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত জাহাজটি যাতে মোংলা বন্দর ত্যাগ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে, বন্দরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও জাহাজটির স্থানীয় শিপিং এজেন্টকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। জাহাজটির স্থানীয় শিপিং এজেন্ট 'টগি শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক লিমিটেড এর খুলনার সহকারী ব্যবস্থাপক খন্দকার রিয়াজুল হক বলেন, উচ্চ আদালত জাহাজটি আটকের আদেশ দিয়েছেন। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এমন একটি চিঠি দিয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজটির খালাস কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। কয়লাগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হবে।

বাংলাদেশ সফর শেষ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সফর শেষে করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল। গত ১১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু সহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা। প্রতিনিধি দল ঢাকা ও কক্সবাজার এ বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের সদস্য, রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং মানবিক সহয়াতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সফরকালে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও তিনি শ্রমিক আন্দোলন কর্মী, নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এসব বৈঠকে আজরা জেয়া বাংলাদেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক ও শ্রমিক আন্দোলন কর্মীদের নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া, মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতার উপস্থিতি এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রযোজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। আজরা জেয়া কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন ও সেখানকার ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আজরা জেয়া, রোহিঙ্গা সঙ্কট মোকাবেলায় মিয়ানমার ও বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরো ৭ কোটি ৪০ লাখ ডলার অনুদানের ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ৬ কোটি ১০ লাখ ডলার মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ও তাদের আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্যদের সহায়তার জন্য দেয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে ২০১৭ সাল থেকে এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা ও তাদেরকে আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার পরিমাণ ২১০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেলো। আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া, ফ্রিডম ফান্ড এবং এর অংশীদারদের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ১০ লাখ ডলার অনুদান ঘোষণা করেন। এই অর্থ মানবপাচারকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ৫০০ জনেরও বেশি শিশুকে সমাজে আবার একত্রীকরণের কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র মানবপাচারের অভিশাপ মোকাবেলায় সরকার এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিবেদিতভাবে কাজ করছে। আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং গণতন্ত্র সমুন্নত রাখা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

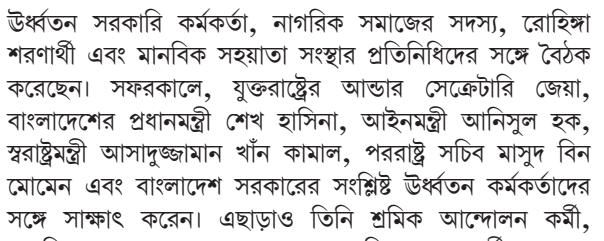

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

যে পাঁচটি দক্ষতা অর্জনের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশের তরুণরা

ঢাকা (এজেন্সী) : সময় দ্রুত বদলাচ্ছে, কম্পিউটার ও প্রযুক্তির উপর ভর করে বদলে যাচ্ছে আমাদের চারপাশ। মানুষ বদলে নিচ্ছে নিজেকেও। বিশেষ করে তরুণরা নিত্যনতুন স্কিল বা দক্ষতা অর্জনে মনোযোগ দিচ্ছে। জাতিসংঘের হিসেব বলছে আগামী ১৫ বছরে তরুণদের জন্য অন্তত ৬০০ মিলিয়ন নতুন কাজের সুযোগ তৈরী হবে, যার অনেকগুলোই হয়তো এখন আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। আর তরুণদের সেদিকে উৎসাহ দিতেই জাতিসংঘ প্রতিবছরের ১৫ই জুলাই পালন করে 'ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে'। স্কিল সাধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে। হার্ড স্কিল ও সফট স্কিল। হার্ড স্কিল মূলত নির্দিষ্ট চাকরিকে টার্গেট করে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি স্কিল। যেমন - কম্পিউটার, সাধারণ জ্ঞান, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি। আর সফট স্কিল হল ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা নির্ভর। যেমন - সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ, টিমওয়ার্ক, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ইত্যাদি। বাংলাদেশে হার্ড স্কিলের দিকে ঝোঁক বেশি থাকলেও সাম্প্রতিককালে তরুণরা সফট স্কিল শিখতেও মনোযোগী হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে ২০২২ সালে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। কিন্তু তরুণদের মধ্যে (১৫২৪ বছর) বেকারত্বের হার অনেক বেশি ১২.৯ শতাংশ।

ওয়াগনার ইউক্রেনে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, বলছে যুক্তরাষ্ট্র

হেলসিংকী (এজেন্সী) : রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার এখন আর ইউক্রেনের রণক্ষেত্রে বলার মত কোনো ভূমিকা রাখছে না, বলেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের একজন মুখপাত্র।

রুশ এই বাহিনীর ব্যর্থ এক বিদ্রোহের সপ্তাহ তিনেক পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই বিবৃতি শোনা গেল। ওয়াগনারের ঐ বিদ্রোহ ছিল সম্ভবত প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাশিয়া গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর বেশ কতগুলো রক্তক্ষয়ী লড়াইতে ওয়াগনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু মি. পুতিন এখন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন রাশিয়ায় ওয়াগনার গোষ্ঠীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

ওয়াগনারের কোনো অস্তিত্ব নেই, মি. পুতিন সম্প্রতি রাশিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদপত্র কোমেরসান্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন। ওয়াগনারকে একটি যোদ্ধা বাহিনী হিসাবে রাখা হবে কিনা - এই প্রশ্নে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, রাশিয়ায় বেসরকারি কোনো সামরিক সংস্থা গঠন আইনসিদ্ধ নয়, ফলে এটির কোনো অস্তিত্ব নেই।

তবে তিনি বলেন কিভাবে ওয়াগনার যোদ্ধাদের আইনসিদ্ধ করা যায় সেই জটিল ইস্যু নিয়ে পার্লামেন্টে কথা হবে।

যে চুক্তির মাধ্যমে জুনের ২৩-২৪ তারিখে ওয়াগনারের বিদ্রোহের অবসান হয়, তাতে বলা হয় ওয়াগনারের যোদ্ধারা চাইলে রাশিয়ার নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে, অথবা গোষ্ঠীর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের সাথে বেলারুশে চলে যেতে পারে।

কিন্তু এ সপ্তাহের শুরুর দিকে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয় জুনের ২৯ তারিখে মি. পুতিন মস্কোতে মি. প্রিগোশিন এবং ওয়াগনারের বেশ কজন সিনিয়র কম্যান্ডারের সাথে কথা বলেন।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে পেন্টাগনের মুখপাত্র প্যাট রাইডার বলেন, এই মুহূর্তে মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই যাতে বলা যায় যে ইউক্রেনের যুদ্ধে ওয়াগনার তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিশ্লেষণ বলছে সিংহভাগ ওয়াগনার যোদ্ধা এখনও ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত এলাকাগুলোতে রয়েছে, মি. রাইডার বলেন।

কোমেরসান্টের সাথে তার সাক্ষাৎকারে, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রিগোশিনসহ ওয়াগনারের ৩৫ জন কম্যান্ডারের সাথে তার বৈঠক সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন।

মি. পুতিন বলেন, তিনি তাদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদেরকে কিছু বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো - তারা এখনও ওয়াগনারের একজন সিনিয়র কম্যান্ডারের অধীনে কাজ করতে পারেন। রণক্ষেত্রে ওয়াগনারের এই কম্যান্ডার 'সিডয়' (ছাইরঙা চুল) নামে পরিচিত।

তাদের অনেকেই আমার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ছিল, বলেন মি. পুতিন।

প্রিগোশিন প্রথম সারিতে বসে ছিলেন বলে বাকিদের সহমত হয়ে এসব মাথা নাড়া দেখেননি, ফলে আমার কথা শোনার পর তার উত্তর ছিল 'না এরা এই সিদ্ধান্তে রাজী হবে না,' মি. পুতিন ঐ সাক্ষাৎকারে বলেন।

ক্রেমলিন এখন দেখাতে চাইছে যে প্রিগোশিন এবং ওয়াগনারের সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে অনেক ফারাক, এবং এভাবে প্রিগোশিনের সাথে বাকিদের বিরোধ এবং দূরত্ব তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, বলেন মস্কোতে বিবিসির রাশিয়া বিষয়ক সম্পাদক স্টিভ রোজেনবার্গ।

রুশ সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলোতেও নানাভাবে প্রিগোশিনের সুনামহানি করা হচ্ছে।

খাবারে বিষ নিয়ে সতর্ক থাকুন - বাইডেন

বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিনল্যান্ডে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন বিদ্রোহের পর তার ওপর বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে প্রিগোশিনের এখন সতর্ক থাকা উচিৎ। শুধু ঈশ্বর জানেন সে (প্রিগোশিন) এখন কী করবে. আমরা জানিনা এখন সে কোথায় আছে এবং (পুতিনের সাথে) তার সম্পর্ক কী । তবে আমি যদি প্রিগোশিন হতাম, তাহলে কি খাচ্ছি তা নিয়ে সাবধান থাকতাম, বলেন মি. বাইডেন।

হেলসিঙ্কিতে নরডিক দেশগুলোর সাথে এক শীর্ষ বৈঠকের শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধে মি. পুতিনের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি এরই মধ্যে হেরে গেছেন।

মি. বাইডেন বলেন রুশ প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবেন যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনো বিবেচনাতেই এই যুদ্ধ রাশিয়ার স্বার্থের পক্ষে নয়। কিন্তু কখন এবং কীভাবে তা হবে আমি এখনও তা অনুমান করতে পারছিনা।

তিনি বলেন তার আশা এবং ইচ্ছা যে ইউক্রেন তাদের বর্তমান পাল্টা হামলায় যথেষ্ট সাফল্য পাবে - যাতে করে শান্তি মীমাংসা ত্বরান্বিত হতে পারে।

কিন্তু এক মাস ধরে এই পাল্টা হামলা চলার পরও, ইউক্রেনের ভেতরে অনেকে এবং ইউক্রেনের অনেক মিত্র এই পাল্টা হামলায় অগ্রগতির ধীর গতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

তবে অনেকে আবার বলছেন, রুশ প্রতিরক্ষা শেষ পর্যন্ত ধসে পড়বে এবং ইউক্রেনীয়রা সামরিক কে।শলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্রাইমিয়ার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউকেনের হাত থেকে ক্রাইমিয়া দখল করে নেয়।

রাশিয়ার মোকাবেলায় ইউক্রেন বহুদিন ধরেই পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে আরো অস্ত্র সাহায্য চাইছে, এবং নেটো জোটের সদস্যপদ চাইছে। নেটোতে সদস্যপদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের প্রতিশ্রুতি ইউক্রেন না পেলেও জিসেভেন জোট ইউক্রেনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি নিরাপত্তা কাঠামোর অঙ্গিকার করেছে।

ওদিকে, বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সেনা কম্যান্ডার ওলেকসান্ডার তারনাভস্কি মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক সিএনএনকে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা বিতর্কিত ক্লাস্টার বোমার প্রথম চালানটি হাতে পেয়েছে।

তিনি বলেন এই বোমা সম্মুখ রণক্ষেত্রে ইউক্রেনের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখবে। আমরা এগুলো হাতে পেয়েছি, তবে এখনো ব্যবহার করিনি। কিন্তু এগুলো রণক্ষেত্রের ভারসাম্য আমূল বদলে ফেলতে সক্ষম, বলেন ইউক্রেনের সেনা কম্যান্ডার।

'আমি সুদানের গণকবরে লাশ ফেলে দিতে দেখেছি'

সুদান : সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশ চাদে পালিয়ে যাওয়ার আগে সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় দারফুরে যা দেখেছেন তাতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন মালিম।

যাদের সাথে আমি কাজ করেছি তারা যদি জানে যে আমি আপনাকে এই ছবি এবং ভিডিওগুলি দেখিয়েছি, এই ভিডিও তুলেছি, তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত, বলছিলেন তিনি।

তিনি তার ফোন হাতে তুলে নিলেন এবং এল জেনিনা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মরদেহের বীভৎস সব ছবি দেখালেন। তার নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা তার নামটি বদলে দিয়েছি।

দেশ ছাড়ার আগে একদল লোকের সাথে তার দায়িত্ব ছিল রাস্তা থেকে মৃতদেহ সরিয়ে গণকবরে দাফন করা।

এপ্রিল মাস থেকে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সুদান কেঁপে উঠছে। আরএসএফের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যেখানে সেই দারফুরে লড়াইয়ের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। এসব ফটোতে দেখা যাচ্ছে কয়েক ডজন মৃতদেহ। এদের মধ্যে কিছু দেহ কম্বল এবং কাপড়চোপড় দিয়ে ঢাকা। অন্য মৃতদেহগুলি ফুলে উঠেছে গেছে এবং ইতোমধ্যেই সেগুলোতে পচন ধরেছে।

মালিম একটি সাহায্য সংস্থার অফিসের কিছু ছবিও দেখান যেটি ধ্বংস করা হয়েছে ও লুটতরাজ চালানো হয়েছে। খুব খারাপ লাগছিল। আমার মনে হয়েছিল, ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে এরা মারা গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে রাস্তায় মরে পড়ে ছিল, আবেগকুল কণ্ঠে আমাকে বললেন তিনি।

সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ফুটেজটি তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন সেই ভিডিওটি তিনি একটি ঝোপের আড়াল থেকে তুলেছিলেন।

এতে দেখা যাচ্ছে, একটি লরি থেকে এক গণকবরে মৃতদেহ ঢেলে দেয়া হচ্ছে।

মৃতদেহগুলো কবর দিতে আমার জঙ্গলের মধ্যে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আরএসএফ আমাদের সেটা করতে দেয়নি। আরএসএফ ট্রাক ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছিল একটি গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহগুলিকে মাটি চাপা দিতে। মালিম জানালেন আরএসএফ এরপর তাদের ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

মুসলিম রীতি অনুযায়ী তাদের দাফন করা উচিত ছিল। তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত ছিল। কিন্তু আরএসএফ জোর দিয়ে বলেছিল আবর্জনার মতো তাদের ফেলে দিতে।

কিন্তু লাশগুলো কার কিংবা কীভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

কিন্তু অনেক পরিবার যারা চাদে আশ্রয় নিয়েছে তারা আমাদের বলেছে যে আরএসএফ বিশেষভাবে পশ্চিম দারফুরে যুবক ও ছেলেদের টার্গেট করে হত্যা করছে।

গোপন আস্তানা থেকে জোর করে টেনে বের করে এনে তাদরে হত্যা করছে।

পরিবারগুলো বলছে, আরবিভাষী নয় এমন সম্প্রদায়ের সদস্যদের টার্গেট করা হয়েছে।

তারা আরএসএফ তল্লাশি চৌকিতে তাদের থামানোর বর্ণনা দিয়েছে এবং বলেছে, তাদের জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা আমাদের জানিয়েছে, হত্যা করা হবে এই ভয়ে তারা কখনই স্বীকার করেনি যে তারা মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর লোক।

এসব অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য বিবিসি আরএসএফএর সাথে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু তারা কোনও জবাব দেয়নি।

শুধু গত মে মাসে মাসালিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর একই রকম হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগটি তারা চলতি সপ্তাহে অস্বীকার করেছে। তবে ১৩ই জুলাই জাতিসংঘের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের সাথে মালিমের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, পশ্চিম দারফুরের একটি গণকবরে আরএসএফএর হাতে নিহত অন্তত ৮৭ জন মাসালিত এবং অন্যদের মৃতদেহ মাটিচাপা দিতে স্থানীয় জনগণকে বাধ্য করা হয়।

মালিমের ফোনে থাকা ফটো এবং ভিডিওগুলির মেটাডেটা পরীক্ষা করে জানা যাচ্ছে, ২০শে জুন থেকে ২১শে জুনের মধ্যে সেগুলি তোলা হয়েছিল। জাতিসংঘের রিপোর্টে উল্লেখ করা তারিখের সাথে এটা মিলে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনের মতোই মালিম আমাদের জানিয়েছেন যে মৃতদেহগুলি এল জেনেইনার পশ্চিমে আল তুরাব আল আহমার নামে পরিচিত এক খোলা জায়গায় একটি পুলিশ থানার কাছে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল।

জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মারাত্মক আহত কিছু লোক চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছে। মালিমের একটি ভিডিওতে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে একজনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তার শুকনো ও ফাটা ঠোঁটের চারপাশে মাছি ভনভন করছিল এবং তিনি কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। মালিম জানান, ঐ ব্যক্তি আট দিন ধরে সেখানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিলেন।

এই ব্যক্তির ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে তার আমরা জানতে পারিনি।

মালিম আমাদের বলেছেন, তিনি ঐ ভিডিওগুলি তুলেছিলেন কারণ তিনি তার নিজের শহরে কী ঘটছে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ তিনি ধরে রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু শিগগীরই তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ শহরে থাকা তার জন্য আর নিরাপদ না।

আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। কারণ, মৃতদেহ সরিয়ে নেয়ার সময় তারা কয়েকবার করে এমন সব লোককে খুঁজছিল যাদের কাছে মোবাইল ফোন ছিল।

দারফুরে আরব এবং কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান সম্প্রদায়গুলি বছরের পর বছর ধরে বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। দুই দশক আগে যখন বৈষম্যের অভিযোগ তুলে অনারব লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় তখন ভয়াবহ সহিংসতা শুরু হয়। আরএসএফের জন্ম হয়েছিল কুখ্যাত জাঞ্জাউইদ আরব মিলিশিয়া থেকে।

এই গোষ্ঠীটি ঐ বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করেছিল এবং কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। জাঞ্জাউইদ মিলিশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক নৃশংসতা এবং জাতিগত নিধনের অভিযোগ আনা হয়েছে, যাকে একবিংশ শতকের প্রথম গণহত্যা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আরএসএফ এবং সুদানি সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয় এপ্রিল মাসে। এই যুদ্ধ দারফুরে নতুন করে সংঘাতের জন্ম দিয়েছে বলেই দৃশ্যত মনে হচ্ছে।

গত মাসে মাসালিত জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরএসএফ গণহত্যা চালিয়েছে এই অভিযোগ করার পর পরই পশ্চিম দারফুরের গভর্নরকে হত্যা করা হয়। দারফুরের অনেক অংশে চলতি দফার সহিংসতা এলোমেলোভাবে চালানো হচ্ছে মনে হয় না। আমরা এমন অনেক অভিযোগ শুনেছি যে আরএসএফ এবং তার সহযোগী আরব মিলিশিয়ারা মাসালিত এর মতো কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীর সিনিয়র ব্যক্তিত্বদের সুপরিকল্পিতভাবে টার্গেট করার চেষ্টা চালিয়েছে। এর ফলে এসব জাতিগোষ্ঠীর কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবেশী দেশ চাদে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আরএসএফ বলছে, দু'হাজার এর দশকে দেখা জাতিগত সহিংসতার পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে এবং তারা এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়।

দারফুর থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার সুদানির মতোই মালিমের কাছে দেশে ফিরে আসার মতো খুব বেশি কিছু নেই।

তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি লুট করা হয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেদনাদায়ক যা তা হল, তার অনেক বন্ধু এবং পরিবারের অনেক সদস্য এখন আর জীবিত নেই।

ফ্রান্সের বাস্তিল দিবস কুচকাওয়াজে সম্মানিত অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

প্যারিস (এজেন্সী) : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, শুক্রবার প্যারিসে বাস্তিল দিবস উদযাপনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

মোদি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ একসাথে চ্যাম্পস এলিসিতে ফরাসি এবং ভারতীয় সেনাদের যৌথ কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

ফ্রান্সে তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমানও আর্ক ডি ট্রায়মফ থেকে একটি ফ্লাইওভারে অংশ নেবে।কয়েক বছর আগে ভারত ফ্রান্স এর কাছ থেকে একই ধরণের রাফাল যুদ্ধবিমান কিনেছে।

ফ্রান্স থেকে ভারতের সামরিক বাহিনীর জন্য ২৬টি রাফাল জেট ও তিনটি স্কোর্পেন শ্রেণির সাবমেরিন কেনার বিষয়ে ভারতের সাম্প্রতিক অনুমোদনের পর

ফ্রান্সের জাতীয় ছুটির দিন উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠানে মোদি সম্মানিত অতিথি (গেস্ট অফ অনার) হিসেবে যোগ দিলেন।

এলিসি প্রাসাদে মোদির সম্মানে আয়োজিত এক নৈশভোজে বৃহস্পতিবার ম্যাক্রোঁ বলেলেন, ভারত বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ একটি শক্তি, যা আমাদের ভবিষ্যত দিনগুলোতে একটি নির্ধারণকারী ভূমিকা রাখবে এবং দেশটি আমাদের কৌশলগত অংশীদার এবং বন্ধু। এদিকে, বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টও বাণিজ্যসহ ইইউ ভারত অংশীদারিত্বের সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকারকারকে একীভূত করার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। প্রস্তাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে এবং প্রকাশ্যে মানবাধিকার বিষয়ক উদ্বেগগুলো উত্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।এছাড়া লে মন্দ পত্রিকায় এক মন্তব্য প্রতিবেদনে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ম্যাক্রোঁকে মোদির মানবাধিকারের ক্ষতিকর রেকর্ড ভুলে না যাওয়ার জন্য আহবান জানান। তারা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সুশীল সমাজের দমনপীড়ন বন্ধ করতে, প্রধান প্রধান গণমাধ্যমের (আউটলেটগুলোর) স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতে মোদিকে উৎসাহিত করার জন্য ম্যাক্রোঁর প্রতি অনুরোধ জানান।